মূল্য ঃ ৫ টাকা

# সত্যের পথ

## যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর, ২০২৫
ভাদ্র, ১৪৩২

# সূচীপত্র

**২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা**

**ভাদ্র ১৪৩২/সেপ্টেম্বর ২০২৫**


| | | |
|---|---|---|
| অনন্ত অসীম প্রেমময় হয়ে বিরাজ করেন জগৎ মাঝে | | ৩ |
| মহাকালের কালপ্রবাহে ঈশ্বর বরণ | অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪ |
| হতে হবে ভগবানের জন্য অনুরাগী | সায়ক ঘোষাল | ১৫ |
| আকাঙ্খা পূরণ | প্রণবেশ রায় | ১৫ |
| সাধকের ভিতরে চৈতন্য শক্তি সাধককে টেনে নিয়ে চলে ব্রহ্মাভারের সন্নিকটে | মানবেন্দ্র ঠাকুর | ১৬ |
| আনন্দধারা | পার্থ সুন্দর ঘোষ | ১৮ |
| সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র | পার্থসারথি বসু | ১৯ |
| Vedic Values for Making Lives Divinely | Prof. (Dr.) R. P. Banerjee | 24 |



**সম্পাদক :** **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

**প্রকাশক ও মুদ্রক :** **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

**মুদ্রণের স্থান :** ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

**দাম :** **৫ টাকা**



**সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

# অনন্ত অসীম প্রেমময় হয়ে বিরাজ করেন জগৎ মাঝে

ভগবান স্বতঃই অনন্ত, অসীম। নিরাকার-নির্বিশেষ-নিরঞ্জন তিনি জগৎ মাঝে হয়েছেন সবসময়েই মানবের সঙ্গে অন্বীত। তিনিই কাল আর পরিচয়ের সীমাকে করেছেন সৃজন। কালের স্পন্দন আর পথচলার মধ্য দিয়ে তিনি হয়েছেন কালের স্পন্দনকে অন্বিত করে অদৃশ্যের পরিচালক। তাঁর দেখা কেউ কেউ পেয়ে যায়, বুঝে যায়। কেউ বা দেখা পেয়ে যায়, পারে না অনুধাবনে। কালের দোলনায় চেপে জীবনগুলি এপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেন সব সময়ে দুলছে। একটি প্রান্তের অনুধাবনে যা কিছু পরিচয় হয় সেগুলি এই দোলায়মান জীবন ক্ষণের মাঝে পড়ে যায় উবে। আবার নতুন করে অনুধাবন, নতুন করে অভিব্যক্তি। নতুন বিকাশ, নতুন আয়োজন—এ সবের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে নতুনের কাছ থেকে চলে আসা নতুন আহ্বান। এমন আহ্বানের কেন্দ্রটি হয়ে যায় অন্য পরিচয়ের।

The theory, called Lambda–CDM (LCDM) holds that the visible portion of the universe–galaxies, planets, starlight and the rest-makes up just 5% of the total. The remainder is supposedly split between 'darkenergy' a force that opposes gravity at long distances and which drives expansion of the universe (the lambda in LDCM) and 'dark matter' which can not be seen but whose presence can be inferred from its gravitational effects on galaxies (CDM stands for Cold dark matter).

(Report on Recent Discovery in the Cosmic System, by the editor, 'The Economist' London, August 9th, 2025, p. 65.)

মহাবিশ্বের পটভূমিতে একটিবার মানুষ নিজেকে যদি ভাবতে শুরু করে তবে বুঝবে এই জীবন আর তার পথচলা, হয়ে ওঠা, ভাল-মন্দ এসবই অনন্ত পথের এক একটি বিন্দু হয়ে যেন পথের পরিচয়কে আঁকড়ে ধরে নিজেকেই তার সঙ্গে অন্বীত করে চলেছে। পথের এই পরিচয় অজানাকে অনুমানের সাগর মাঝে জানবার এক অনবদ্য প্রয়াস। এমন করেই হয়ে চলেছে পথচলা যে বৃহতের হাতছানি রুখে দিয়ে ক্ষুদ্রের আবর্তে মিশে থাকা। মহাবিশ্ব ক্রমে বেড়ে চলেছে। সৃষ্টির বীজ এখন মহাশূন্যের মাঝে কণার সংস্থান করতে উদ্যত। জীবনের সব সীমা ও পরিধি এখন ঐ মহাশূন্যের সাপেক্ষে কত সামান্য মাত্রার! জীবনের মাঝে এর সব উপাদান এখন যেন অতি ক্ষুদ্র হয়ে যায় — ঐ অসীমের সাপেক্ষে বিন্দুসমান।

It is one of the biggest mysteries in cosmology and getting bigger all the time. Even since Edwin Hubble., an American astronomer, published observations of the distant galaxies in 1929, Scientists have known that the universe is expanding. The present day rate of expansion is known as Hubble constant. For almost 30 years they have known that the expansion is acclerating. (That discovery, made in 1998, was honoured with a nobel prize in 2011). Hubble constant measures in one way around 73 Kilo-meters per second per megaparsec (Megaparsec is a distance travelled by light in about 3.3 million years, and a value of 73 means that objects 1 mpc away recede from an observer at 73 kilometers persecond.)

(The Economist, London, August 9th, 2025, p. 67.)

জীবন তার পরিচয়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নিতে চায়। যা কিছু জীবন গড়নের মূলে উপাদান তার এখন অঙ্গে অঙ্গে মিলনের ধুম পড়ে যায়। মহাবিশ্ব বেড়েই চলেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নয়, মহাবিশ্ব হয়ে চলেছে ক্রমে আরও বড়, আরও বিশাল। তাই স্বয়ং মানুষকেই বুঝে নিতে হবে অবস্থান। শিক্ষার বাস্তব রূপ শিখিয়েছে যুক্তিতে হয়ে চলবে অনন্তের অন্যতর বিকাশ পর্বের অনুসন্ধানের প্রয়াসে।

মহাবিশ্বের এই অনন্ত ব্যাপ্ত বিকাশকেই অন্তর মাঝে ফুটিয়ে তোলার দায় মানবের, ভগবানের মানব রূপ পরিগ্রহটি ঐ অনন্ত-অনাদি- অসীম প্রকাশময় হয়ে জগৎ জনের মাঝে যেন এক সাধারণ জীবনকে অনন্ত পরিচয়ের আবর্তে হয়ে চলবে সত্যের ব্যাপ্তি। সত্যই বিকশিত হয়ে এক সুন্দর জীবন বৃক্ষ করে রচনা। যিনি এসেছিলেন তিনিই আবার ক্ষুদ্র একটি হৃদয়গুহায় প্রবেশ করে চুপটি বসে আছেন। দেখছেন - শুনছেন - বুঝছেন কিন্তু কিছু বলছেন না। বলবেন কেনই বা। ভগবান স্বয়ং অনুধাবন করে চলেছেন ক্ষুদ্র সীমার মাঝে বসে জীবের এই ক্ষুদ্র হয়ে থাকার সমাপ্তি ঘটবে। বলতে আসবে সে প্রাপ্তি। কাঠের আগুনের দীপ্তি যেন ম্লান হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

মানবগণ, এবার অনন্তের কোল থেকে হয়ে রচনার ক্ষণ। এখন মানবের ক্ষুদ্র হৃদয় বাসনা, মানবের এই নবীন পরিচয় জগৎ মাঝে হয়ে উঠবে প্রেমের। এখন সময় চলবে এগিয়ে প্রেমময় ভগবান স্বয়ং অসীমের জগৎরূপ হয়ে উঠছেন।

—ঃঃ—

# মহাকালের কালপ্রবাহে ঈশ্বর বরণ

## অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন চলেছে স্বতঃই হয়ে কালের পথ ধরে আগামীর দিকে এগিয়ে। দূরন্ত এই কাল প্রবাহের মাঝে জীবনতরী হয়েছে যদি আনন্দ বর্জিত তবে হোক তারই এক নিশ্চিত পথের সন্ধান নিজেরই উদ্যোগে। যদি বা, হয়েছে এই তরী ঈশ্বর অভিমুখি তবে সব বাধা যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, গ্লানির অধিকার অতিক্রম করেই এগিয়ে চলবে। এই জীবন ধনের নিশ্চিত স্বার্থকতার বলয় ঐ ঈশ্বর সমীপে হাজির হয়ে যাওয়া। সব ঝড়, উত্থান-পতনের সীমা করে অতিক্রম হয়ে উঠবে জীবনের নবীন জাগরণ, নবীন আবহে নবীন পরিচয়ের অনাবিল সূত্র ধরেই গিয়ে এগিয়ে। ভগবানই রয়েছেন সৃষ্টির সবখানে। এখন এখানে অথবা তখন সেখানে—যে কোন সময়ে অথবা যে কোনও স্থানেই এগিয়ে চলে এই জীবন যাত্রায় — খুঁজে পাবে ভগবানকেই। এমনই হয়ে উঠুক জীবনের এগিয়ে চলবার এই প্রয়াস যার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবে নতুন জীবনকে চিনে নেওয়ার প্রয়াস। নবীন জীবনকে একদিকে খুঁজে নিতে হয় আর অন্যদিকে ফুটে ওঠে একান্ত নিবেদনের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলা। প্রতি দিনের জীবন যাপনে নিজেকে ডিঙিয়ে যেতে হয় পরদিন। এমন করেই প্রতিদিন চলে এগিয়ে একান্ত নিবেদিত জীবন জিজ্ঞাসার পথ পেরিয়ে আরও গভীর ব্যপ্তির মধ্য দিয়ে আগামীর পর্বকে আবাহন করে নিয়ে আসা।

Why is spirituality such a powerful and universal force? Why do so many people believe in things they can not see, smell, taste, hear or touch? Why do people from all walks of life, around the globe, regardless of their religious backgrounds or the particular god they worship, value spirituality as much as, or more than, pleasure, power or wealth?

I argue that the answer is, at least in part, hard wired into our genes. spirituality is one of our basic human inheritances. It is in fact, an instinct.

We usually think of instincts as automatic, unconscious reactions or behaviours that are performed without thought or training. Birds know to fly south for the winter by instinct. Blinking your eyes when someone takes a swing at you is an instinct. Not because she has been taught. Spiritual behaviour such as meditating in the lotus position or taking communion are neither automatic nor unconscious. They are highly deliberate and culturally learned activities.

(Dean Hamer, The God Gene, Anchor Books, A Division of the Random House, Inc. New York, 2004, P. 6)

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অধ্যাত্ম বিদ্যাটি সাধারণ ব্যুৎপত্তির অতীত। সাধারণ ব্যুৎপত্তির বিষয়টি হয়ে চলে তাৎক্ষণিক মানসিক অনুভবের নিরীখে। কোন একটি সময়ে যদি বিষয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য প্রস্তুত করা যায় সাময়িকভাবে। এই সাধারণ দৃষ্টি জীবনের জন্য হয়ে ওঠে নিত্য দিনের আবেশ বা মনোভাবকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলতে গিয়ে অনেকটি বিষয়ের মধ্য প্রবেশ করে নিয়েই তার অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি হয়ে ওঠে শাশ্বত সনাতনির একটি মানবিক রূপের প্রকাশ।

এখনই মানবিক পটভূমিকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে তৎপর হয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই। এমনই বিকাশের পর্বে হয়ে চলে জীবনের মাঝে সদা তৎপর। এমনই এই তৎপরতা যার ফলে নতুন দৃষ্টি ফুটে ওঠে সাধনচিত্তে। নতুন এই চেতনার হয়ে ওঠে জাগরণ। জাগরণের এই প্রসঙ্গ হতে পারে প্রত্যক্ষ। আবার ঐ জাগরণ পর্ব জীবন মাঝে আহ্বান করে নিয়ে ভগবানকে আবার ঐ প্রাণ মাঝে যখন ফুটে ওঠে যে সাধারণ ক্ষেত্রের মর্যাদার প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে নিশ্চিত দৈবী প্রবাহ মাঝে ভগবত্তার বিকাশ জীবন মাঝে। অধ্যাত্ম বিকাশ ঘটবে যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রের বিশুদ্ধ মানস গড়ে ওঠে। তবে ঐ ব্যাপ্তি হয়ে ওঠে একান্ত নিবিড় পরিচয়েরই। এমন করেই হয়ে জাগতিক পরিবেশের মধ্যেই গড়ে ওঠবে একান্ত বিকাশের জন্য হয়ে ওঠে নিতান্তই এক অনন্য প্রকাশী ক্ষেত্র। অধ্যাত্মের মৌল অভীপ্সা হল ভগবানকে ক্রমে বরণ করে নেওয়া। এমন করে এটি বরণ করে নেওয়া যায় যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে একান্ত বিকাশী চেতনের মধ্যে হবে প্রবিষ্ট। এমন করেই হয়ে উঠবে যে জীবন ও জগতের মধ্যে গড়ে ওঠে চেতনার জাগরণের পর্ব। চেতনার এই জাগরণ পর্বের মাঝেই ফুটে উঠবে বিশেষ নিবেদন। সে চেতন এই জীবন মাঝেই ভগবানকেই খুঁজে পায়। সেটিই হয়ে ওঠে পরিণামে ঈশ্বর চেতন জীবচেতনকে করে অধিকার।

**বিজয়ের পথ প্রবাহে** অন্বহ মাসা অম্বিদ্রনানি।
**দেব নিবেদনে ঃ** অন্বো ঔষধীষু অনুপর্বতাস।

অম্ব ইন্দ্রস্য রোদসী বাবশানে।
অম্ব অপৌ অজিহত জায় মানস্।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/১৩)
সময়ের এগিয়ে চলবার পর্বে হয়েছে চেতনার নিত্য পট পরিবর্তন
যে পথ হয়েছে অতিক্রম জীবন চলায় ছিল সে পথ ভাগবতী স্পন্দনে রপ্ত
এখন হোক তোমারই জীবন পথে নবীন ভাবপ্রদীপ দীপ্তময় শিখায়
ঐ অনন্ত প্রকাশের বিকাশী ভাবমাত্রায় একান্ত অভিনিবেশের তরে।
যে জীবন পথ হয়েছে অতিক্রম এসেছে তারই নিত্য প্রভা প্রতিক্ষণে।
যে মন প্রাণ হৃদয় হয়েছে একান্ত ভালবাসায় নিবেদিত হয়েছে তার পূর্ণতা।
এখন এসেছে ক্ষণ ভাগবতী আনন্দের এই দৃপ্ত প্রবাহ মাঝে একান্তে
অনন্য চেতনের ধরিত্রী মায়ের নিত্য আবেশে হ'তে মূর্ত প্রকাশ মাধুর্যে।।

**প্রকৃতির পরশে জীবনের মুক্তিঃ**

কহিং স্বিত সা ত ইন্দ্র চেত্যাসদ।
অধরস্য যৎ অভি নদৌ রক্ষো এষত্।
মিত্র ক্রতুঃ যৎ এষনেন গাবঃ পৃথিব্যা
আপৃ গমূয়া শয়ন্তে। তৎ এতৎ।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/১৪)
জগৎ মাঝে হোক নিত্য ভাবপ্রবাহে হয়ে নিমগ্ন সবে।
ভগবৎ ভাব হোক বিকশিত শতপথে দেবতার নিত্য জাগরণে
এখন হোক জীবনের একান্ত পরিচয় উন্মোচন জগৎপথে।
যে ভাবদীপ্তি এসেছে মানবের চেতনে হোক তার উন্মোচন।
ভগবৎ অনুভব দীপ্তি আসুক জীবন মাঝে একান্ত আবেশে।
এখন অদিব্যের প্রভাব স্রোত হোক ম্লান জীবনময় একান্ত বরণে।
যা কিছু ভাগবতী আগ্রহ চেতন এসেছে জীবনে হোক তার পূর্ণতা
প্রকৃতির পরশে এখন ঘুচে যাবে নিত্য দিনের মালিন্য ও ম্লানতা।

**ভক্তি প্রবাহে অজ্ঞানতার মুক্তি ঃ**

শক্র যন্তৌ অভি যে নঃ ততশ্রে।
মহি ব্রাধন্ত ওগমান ইন্দ্র।
অন্যেন অমিত্রাঃ তমসা সচন্তাং।
সুজ্যোতিষৌ অক্তোবস্তান্ অভিষ্যুঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/১৫)
দেবতা তোমার এই অনন্য ভাব সংবেদ হোক জীবনের প্রকাশ।
এমনই হোক জীবনের ভাব প্রবাহের একান্ত বিকাশ মাধুর্য।
ভক্ত জীবনের ভক্তি প্রবাহ এখন করবে উন্মোচন জীবন সংবেদ।
যেমন হয়েছে জীবনের মূর্ত বিকাশ হোক তার স্বতঃ উন্মোচন।
অজ্ঞানতার অন্ধকার হোক জীবনে লুপ্ত প্রদীপ একান্ত বিশ্বাসে।
এমনই হোক নিজ বার্তার জগৎ ব্যাপ্তি জীবন মাঝের স্বতঃ প্রয়াসে।
ঐ অনন্ত চেতন এখন হয়েছে জীবনের আলো জ্ঞানের পথ প্রভায়
নিত্য ধামের নিত্য বিকাশ করুক প্রকাশ শাশ্বত সত্য জীবন মাঝে।

**ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রয়াস পর্বে ঃ**

পুরুনি হি ত্বা সবনা জনানাং
ব্রহ্মানি মন্দন গৃণতাম ঋষীনাম।
ইম অমা অঘোষান্ অবসা সহুতিং।
তিরো বিশ্বাং অর্চতো যঃ আহ্য বাঙ্।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/১৬)
ব্রহ্ম উপলব্ধির আনন্দ স্রোত এসেছে জীবন মাঝে
হয়েছে জাগ্রত জীবন প্রদীপ ঐ দিব্য ভাবপ্রবাহের ক্ষণে।
বহু ভাবে বিধৃত সাধন সম্ভার এসেছে সাধক জীবন মাঝে

হয়েছে তারই নিত্য সেবার পর্বে নিশ্চিত আগ্রহ সঞ্চারে।
ঐ অনন্ত বিস্তৃত মহাকাল হয়েছেন জাগ্রত ক্ষণের নিশ্চিত প্রতিভায়
এসেছে সাধন আহ্বান সর্বাবস্থায় ভগবৎ মননের নিত্য ভাবপ্রবাহে।
সময়ের যোজনায় হয়েছে ভাবময় সহস্র ভাবপথ সহস্র প্রকরণে
এখন নিত্য দীপ্তির এই অবারিত পথচলায় ক্ষণ মাঝের উন্মোচনে।

উত্তরাধিকার ও পরম্পরা শেষ হয়ে যায় না। এটির মূল বৈশিষ্ট থেকে যায়। মূলে এই বিশিষ্ট জীবন পথের পথচলার অভিজ্ঞতার নির্যাস, পথচলার ভাবধারার আর জীবনের সঞ্চিত প্রজ্ঞার উপর জীবন কাঠামো ক্রমে গড়ে ওঠে। জীবন পথ একটি নির্বাচিত ভাবধারায় চলতে চলতে আবার তারই মধ্যে এসে যায় বেশ কিছু বড় ধরনের রূপান্তরের ঢেউ। রূপান্তরের মৌল দিকটি হল অবিদ্যার আবহ, প্রভাব, মনোভাব, জীবনবোধ থেকে সরে এসে বিদ্যার আবর্তে আশ্রয় ও জীবনে অঙ্গীকার করা। যে চেতন মাত্রায় জগতের মধ্যেকার মেশামিশি, জুড়ে থাকা রয়েছে তারই জীবন বোধ ফুটে ওঠে এক অনির্বচনীয় মহাসত্যের জীবন অঙ্গনে আগমন, জাগরণ ও স্থিতির মধ্য দিয়ে। আত্মারূপে ঐ পরম সত্যই অন্তরে বিরাজমান; কিন্তু তার পরিচয় ফুটে ওঠে না। সাধারণ অবস্থায় জীবচেতনও মহাসত্যের মাঝে এক বিরাট মহাবিকাশকে আলিঙ্গন করে নিতে পারে। মনের অবস্থা যা কিছুই হোক না কেন; প্রাণের আবর্তে যখনই ফুটে ওঠে ভগবানের জন্য আকৃতি, তখন মনের মাঝে আগ্রহ আর আবেশের প্রভায় এসে যায় অনন্ত প্রকাশ মহা সত্যের প্রতি আহ্বান। এটি স্বতঃস্ফূর্ত। প্রাণ-মনে ভগবানকে চাওয়ার সূচনায় হয় হৃদয়ের উন্মোচন।

'The idea of complex characteristics that are influenced by both genes and environment is not unique to spirituality. There are many well known examples of the interplay between mature and nurture, even among animals. Consider the song of the white crowned sparrow. The male sparrow's song, which he begins to sing at about seven or eight months of age, consists or a long, low whistle followed by a series of trills. That the song is at beast partly innate can he seen by its species specificity : All male white crowned sparrows sing basically the same song, even when they are separately from their parents after two weeks and raised in complete isolation from any other birds. Moreover there is a dedicated brain circuit for song, consisting of six interconnected brain regions that control the vibrations of the vocal membranes in the throat. The reason a sparrow sings the song of a sparrow, and not of a robin or a lark, in that it has the genes and brain of a sparrow not that it was raised by the sparrows.'

(Dean Hamer, The God Gene, How Faith is Hardwired into our Genes, Anchor Books, Random House, New York, 2004, p. 7.)

যে সমস্ত বিজ্ঞানী মানুষের জীবন গড়ে ওঠার বিষয়ে গবেষণা বা জ্ঞানসঞ্চয় করেছেন তাদের অনেক সিদ্ধান্ত মানুষের ব্যবহারিক পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে বাকীটা অভিজ্ঞতার নিরীখে অনুমান মেশানো সিদ্ধান্তে এসেছে বহুভাবে। এই সিদ্ধান্তগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার নির্ভর ও অভিজ্ঞতা নির্ভর সিদ্ধান্তই এখানে ফুটে উঠেছে ভিন্ন নামে, ভিন্ন প্রকরণে। এমনই হয়ে ওঠে জীবন মাঝে একান্ত আকর্ষণের মূল সূত্র। ভগবানকে নিয়ে যার জীবন তার চরিত্র অন্যরকম হয়ে যায়। ভগবৎ ভাবনায় ফুটে ওঠে বিশুদ্ধ গঙ্গা প্রবাহ। অন্তরের সব ঘাট দিয়েই ছুঁয়ে যায়, ধুয়ে নিয়ে যায় যদি কিছু মালিন্য থেকে থাকে তাকে। কঠিন-তরল-বায়বীয় মালিন্য কেউ ছাড় পায় না। ভগবানের নাম গুণগান যদি ভালবাসা আর ভক্তির ভেলা পেয়ে যায় জীবন থেকে তবে তাকে কেই বা রুখতে সাহস করবে! ভগবানের ভাবশক্তি অপ্রতিরোধ্য। মহাকালের এই যাত্রাপরিচয় মাঝে যদি কেউ হয়ে উঠতে চায় প্রতিরোধী তবে তার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হতে পারে যদি বা তার মাঝে সমর্পণ গড়ে ওঠে।

এমনই প্রভা চাই অন্তর মাঝে যার সম্মুখে এসে যায় সর্বদাই ঐ ভাবপ্রতীমা। জগৎ কর্ম ভগবানই হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। প্রকৃতির মাঝে বিরাজ করছে যত প্রাণ, সবেরই রয়েছে নিজ নিজ পরিচয়ের একটি বৃত্ত। স্বভাব-রুচি-চরিত্রের পরিচয় থেকে এক সময়ে সরে আসতে হয়। ভগবানকে বরণ করবার সিদ্ধান্তটি বড়ই কঠিন। কিন্তু এই কঠিন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠবে নবীন প্রকরণ। এটি বস্তুত পক্ষে নতুন এক জীবনবোধ, নতুন জীবন। এমন করেই গড়ে উঠবে ক্রম বিকাশের রুচি আর আকর্ষণ। আকর্ষণ যদি বা হয়েছে একবার তবেই তো হয়ে গেল। বিনি সুতোর এই আকর্ষণ দড়ি এগিয় চলে একান্ত বিকাশের পর্বে এগিয়ে চলবার শক্তি। ঐ আকর্ষণের আবহেই তৈরী হয়ে যায় ভগবৎ ভাব। এইভাব বিকাশের পর্বে পর্বে হয়ে যায় অনন্ত বিকাশী মহাসত্যের জগৎ প্রকাশ। দেবাদিদেব এখন হয়ে উঠেছেন অনন্ত এই মহান শক্তির প্রবাহ। যখনই হয়ে ওঠে জীবনের জন্য একান্ত এক অভিনিবেশ যার মধ্য দিয়েই এগিয়ে আসবে অনন্ত সত্যেরই জগৎ বিকাশ। ভগবান এখন বায়ুর কণারূপেই হৃদয়ের এককোণের গোপন অধিবাসী হয়েছেন।

**মঙ্গলপূর্ণ ভাবমার্গে ঃ**
এবা তে বয়ম ইন্দ্র ভুজ্যতীনাং বিদ্যাম।
সুমতীনাং নবানাম বিদ্যাম।
বস্তৌ রবসা গুনন্তৌ
বিশ্বমিত্রা উত ত ইন্দ্রনূনম্।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/১৭)
দেবতা তোমার এই কৃপার প্রবাহ হয়ে চলুক স্বতঃই।
এমন ভাবপথে আসুক জীবনের নিত্য বিকাশ পথের সূচনা।
হোক ঐ অনন্ত প্রকাশ উন্মোচন নবীন পথের পর্বে পর্বে।
এখন ঐ প্রশান্ত মনের মূর্ত বিকাশ হোক উন্মোচন এই পথ মাঝে।
যে মন্ত্রের দীপ্তি এসেছে তোমা হতে করতে উন্মোচন তোমায়।
হোক তারই এখন জীবনময় বিকাশ মাধুর্য মঙ্গলমার্গে।
এখন আসুক তোমারই নিত্য পথের দৃপ্ত ভাবপ্রকাশ
তোমারই একান্ত নিবেদন পর্ব হোক চেতনার জীবন উন্মোচনী।

**দেবশক্তির সদা উন্মেষ ঃ**
শুনং হুবেম মঘবানম ইন্দ্রম্।
অস্মিন ভরে নৃতমং বাজমাতৌ।
শৃন্বন্তম গোমুতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং
বৃত্রানি। সংজিতং ধনানাম।। (ঋ. বে. ১০/৮৯/১৮)
করেছি তোমারই কাছে নিবেদন এই সাধনপথে আহ্বান।
যেমন করেই জেনেছি জীবন পথের সব ক্রিয়া সঞ্চারে।
এই সাধন প্রয়াস পথের বাধার প্রাচীর করে অতিক্রম।
হয়েছি দেবমার্গী তোমারই দেওয়া পথের এই অভিযানে।
ছিল যত বাধার পাহাড় হয়েছে সব অতিক্রম জীবন পথে।
এখন আসুক জীবন মাঝে তোমারই প্রেরণার দীপ্তি নিরন্তরে।
তোমার দেওয়া দেবশক্তির প্রকাশ হোক জীবন পথের প্রজ্ঞায়
এখন হোক নিত্যদিনের নিত্য পথের দেব নিকেতন যজ্ঞ সমাপনে।।

**মানবের সংহত চেতনধারা ঃ**
বি হি তম ইন্দ্রঃ পূর্বানিঃ পুরুধাঃ জনাসৌ।
হিত প্রয়সৌ বৃষভঃ হয়ন্তে।
অস্মাকং তে মধুমত্তমানি।
ইমা ভুবনত সবনা তেষু হর্যঃ।। (ঋ. বে. ১০/১১২/৭)
ঐ বহু মানবের একত্র পরিণামের একান্ত পরিচয়ে।
হয়েছে নিবেদন যে বস্তু উপাদানের একত্র আহরণে।
এখন করেছে সাধন পথের যজ্ঞ নিবেদনের পর্বে
তোমার অনুভব এসেছে সাধনের সময় প্রাচুর্যের পথে।
হয়েছে, সঞ্চার জীবনের এগিয়ে চলবার শক্তি নিয়ে।
তোমারই দিব্য আনন্দ হোক সঞ্চার জীবনের সব কিছু
আনন্দের ভাব সঞ্চার এখন হবে জীবনের পথ প্রদর্শক
যে ভাবধারায় এখন জগৎ হোক স্নাত ঐ ভাগবতী ভাবধারায়।।

**দেবতার জীবন বরণ রাজরূপে ঃ**
প্র ত ইন্দ্র পূর্বানি প্র নূনং বীর্যা।
বৌচং প্রথমা কৃতানি।
সতীন মন্যুঃ অশ্বথায়ৌ অদ্রিং।
সুবেদনাত্ম অকৃনেইঃ ব্রহ্মণে গাম।। (ঋ. বে. ১০/১১২/৮)
দেবতায় করেছি নিবেদন পরিপূর্ণতায় নিয়ে শক্তি সমগ্র।

মনের শক্তি হয়েছে যেমনে স্থিত সদা প্রত্যয়ের পথে।
ঐ অনাদি কাল প্রত্যয়ের ক্ষণে হয়েছে যে ভাববিকাশ
আদি ক্ষণের সূচনায় হয়েছিল ভাগবতী ভাব স্পন্দনের প্রকাশ
এখনই হোক ঐ নবীন চেতনার উন্মেষ পর্ব জীবনের মাঝে।
যে মনের প্রদীপ হয়েছে এখন উন্মোচনী পর্বের আবহে।
তোমারই নবীন প্রকাশ এখন চেতন পথের নিত্যভাব আবর্তে।
এখনই এসেছে নিবেদনের মাঝে একান্ত প্রণতি তোমারই পরশে।

যখনই হয়েছে মনের গতি নিবদ্ধ ভগবানের প্রতি এসেছে প্রেরণার শক্তি আর আনন্দের ঢেউ। ঐ অনন্ত চেতন হয়েছেন এখন অনন্ত শক্তির উৎস। যে চেয়েছে ঐ অনন্ত অসীমের সান্নিধ্য পেতে তারই হয়েছে নিত্য বিকাশ। এখন একান্ত ভাবপ্রদীপ জীবনের এই গভীর অনুভব কেন্দ্রে দিয়েছে তোমারই প্রেরণার নিত্য ধারা। প্রেরণায় ভরপুর হয়ে মনের মাঝে উঠবে জেগে যে স্পন্দন তারই হয়ে উঠবে গাঢ় অনুভব।

মতিঃ ময়ি নিবদ্ধেয়ং
ন বিপদ্যেত কর্হি চিৎ।
প্রজাঃ সর্গ নিরোধে অপি
স্মৃতিঃ চ মৎ অনুগ্রহাৎ।। (ভাগ. ১/৬/২৪)

যখনই হয়েছে ভগবানের প্রতি গূঢ় আকর্ষণ; হয়েছে যদি এমনই মতি যে একান্তভাবে গড়ে তুলতে পারে অনন্যতার দৃপ্ত প্রসাদ অন্তর মাঝে হয়ে বিকশিত। অনাদি অনন্ত তিনি হয়ে উঠবেন কালের পটভূমিতে ভাস্বর আর কালাতীতের কাছে অতি গূঢ় আনন্দ আবাহনী। এমন এক আমন্ত্রণ হোক ভগবানকে যে আমন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে উঠবে। আবাহন যখন প্রচলিত পথে হয় তখন এটি সাধরণত থাকে বাহ্য মাত্রার। মনের সকল বৃত্তির অধিকার থেকে একে মুক্ত করে গড়ে নিতে হয় মনের মাঝে এক মুক্ত আকাশ। এই মুক্ত আকাশের নিত্যপথ হতে স্বতঃই প্রবহমান হয়ে রয়েছে দিব্য ভাবপ্রবাহের অফুরন্ত আলোক। অসীম তাঁর জ্যোতির এই প্রকাশ। নিত্য আবহে তিনি জগতের এই ক্ষণিক, সাময়িক সব কর্মবন্ধনকে বরণ করে নিয়ে এটি যায় এগিয়ে। একান্ত নিবিষ্ট মনই পারে এই নিত্য পথের প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে হয়। মানবের বাস্তব বোধ নিহিত হয়ে থাকে নিজের জানা-বোঝার মধ্যে যে ভালমন্দের বোধ আর নিজ স্বার্থ অথবা স্বাচ্ছন্দের নিরীখে সব বিচার করে জীবন পথে এগিয়ে চলায়।

নামানি অনন্তস্য হত — ত্রাপঃ পঠন।
গুহায়নি ভদ্রানি ক্রীতানি চ স্মরণম্।
গাং পর্যাতম্ তুস্থঃ মনঃ গতঃ স্পৃহঃ।
কালং প্রতিক্ষণঃ বিসদঃ বিমৎসরঃ। (ভাগ. ১/৬/২৬)

যখনই হয়েছে জানা ভগবানের তনুপ্রকাশ মানবকূলে, হতে হবে সেই বিশেষ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁকে বিশেষ করে জেনে নেওয়ার পর্ব সূচিত। জীবনের এই পর্বে যখনই আসবে নিত্য সনাতনের আহ্বান, তখনই হতে হবে প্রস্তুত ঐ পথেই এগিয়ে যেতে। হরি যখন গৃহ-সমাজ-সভ্যতায়-আসেন এক বিশেষ কারণে তখন ভক্তজীবন অথবা তার সংযোগে যুক্ত সব অনান্য ক্ষেত্র হয়ে উঠবে ভাগবতী বিকাশের আশায় ভরপুর। এই জীবন মন প্রাণ হয়ে উঠবে ভগবৎ অভিমুখি। হৃদয় তার সংবেদ নিয়ে হাজির হবে হরিশরণে। হৃদয় হয়ে উঠবে হৃদয়রাজ হরির ক্ষেত্র। হরির আশ্রয় এখন হৃদয়ের গভীরে। যে গহন গুহা কেউ দেখেনি হয়ত বা শুনেছে; যে গহন গুহা নিবিড় ভাব সম্ভারকে আজ সযত্নে লালন করে জীবনের মাঝে করে নেয় বরণ, সে হয় পরমানন্দের আশ্রয়ী। যে হরির শ্রীচরণ এই জগতের ভূমিতে এখন তিনি হৃদয়ে।

দেবদত্ত ইমং বীণাং স্বর-ব্রহ্ম বিভূষিতম্।
মূর্চ্ছয়িতা! হরিকথাং গায়মানাশু চরন্তি অহম্।। (ভাগ. ১/৬/৩২)

হরিই এখন হৃদয়মাঝে মূর্ত মুর্ছনায় করে চলেছেন অনন্য ব্রহ্মবিনাদ। এই ভাব সঞ্চার অন্তরে হরিপ্রেমে হয়ে মাতোয়ারা জীবের হরি বন্দনায় হয়ে চলেছে স্বতঃস্ফূর্ত এক সংকীর্তন। কে শুনবে এই সংকীর্তন? হরি প্রসাদে হরিই এখন নিজ সংবেদ করেছেন মূর্ত। জীবনের যা কিছু অন্বয় জীবন মাঝে বহু বৈচিত্রের মধ্যে হয়েছে প্রতিভাত এখন সমকালের আবর্তনে। মহাকালের কালচক্র এগিয়ে চলেছে সব বাধার সীমা করে অতিক্রম আগামীর অভিমুখে। এখন যা কিছু হয়েছে জগতে বন্দিত সে সবই স্বীয় মাধুর্যের অহং মাত্রায় হয়ে রয়েছে স্ফীত। যে জীবন পথ হয়েছ নিত্য স্পন্দনে অন্তর মাঝে স্থিত হয়ে থাকা ঐ হরি মন্দিরে গ্রথিত,

এখন নিত্য অভীপ্সায় তারই হয়ে উঠবে সদাই নিত্য ভাববৃত্তের সীমায় হরি কথা হরিগুণগানের মাধুর্যে মগ্ন হয়ে যাওয়ার পর্বে। এমন ক্ষণ এখন ভক্ত জীবনের কাছে এখন এসেছে, যে চায় অন্তর দিয়ে সে পারে হরিকথা হরিস্মরণে হয়ে ভরপুর হৃদয়ে হরিস্পন্দনে যুক্ত হয়ে যাওয়া। ভক্তমন এখন হবে উৎসাহী হরিলুঠ করবার ভাবে। হরিলুঠের প্রসাদ কণা যে যাবে পেয়ে তারই হবে হরিপ্রাপ্তি। এই প্রসাদ কণার প্রতিটি বিন্দুতে হয়ে রয়েছে হরিস্পর্শ। প্রতিটি প্রসাদ কণা তাঁরই এক একটি চরণ রেণু। হরি স্বয়ং এখন হরিপ্রসাদের কণায় মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে রয়েছে বিরাজমান। যে তিনি ঐ অনন্ত ভাবসমুদ্রের মাঝে অসীমে ব্যাপৃত হয়ে রয়েছেন হরির প্রসাদী কণার আহ্বান ঐ কণাপ্রসাদের মধ্য দিয়ে জগতে ব্যাপ্ত। ঐ আকাশ এখন হরির স্পন্দন ধারণ করে অবগাহন হরি প্রেমে হয়ে উঠেছেন নিষিক্ত। জীবনের এই অভীপ্সার পর্ব এখন পূর্ণানন্দে, পূর্ণতর ভাবস্পন্দন করে যোজনা এগিয়ে চলবে জীবনের নবীন জাগরণের ঐ উষাপর্ব থেকে যেতে এগিয়ে।

**ক্ষণ প্রাকশে গণপতির দীপ্তি ঃ**

নি যু সীদ্ গণপতে গণেষু।
ত্বম আহু বিপ্রতিমং কবীনাম।
ন ঋতে ত্বন্ ক্রিয়তে কি চনারে।
মহান্ অর্ক মঘবশ চিত্রম অর্ক।। (ঋ. বে. ১০/১১২/৯)

মহান দেবতা গণপতির গুণপ্রকাশ জেনেছে সাধন চেতন।
অধ্যাত্ম পথের বার্তা এসেছে জীবন মাঝে মূর্ত এই ভাব প্রবাহে।
ঐ ভাব বিকাশ ছিল জীবন মাঝে মূর্ত এই চেতন প্রবাহে।
এখন হয়েছে তারই ক্ষণ জীবন পথের নিত্য একান্ত অনুভবে।
যে জীবন হয়েছে এই সনাতনী প্রবাহ পর্বের শক্তি
এখন তারই বৃহৎ প্রকাশ অনন্ত জীবন ধারায় একান্তভাবে।
মন্ত্রের নিবেদনে করেছি তোমারই আবাহন হতে স্থিত জীবন মাঝে।
যে ভাব সঞ্চার ছিল ভিন্ন মাত্রার প্রকাশ সূত্র তাঁরই এখন বিকাশ।

**ব্রহ্মদীপ্তির এই নিত্য প্রবাহে ঃ**

অভিখ্যা নো মঘবান নাধমানা।
তৎ সখে বোধি বসুপতে সখীনাম।
রণং কৃষ্টি রণকৃৎ সত্যে শুষ্মা।। (ঋ. বে. ১০/১১২/১০)

ঐ সূচনার ক্ষণপর্বে হয়েছিল যে ভাব বিকাশ সবার উপর
এখনই তারই একান্ত সূচনার পর্ব জীবন মাঝে ভাববিকাশে।
দেবতার এখন মানবের সঙ্গে সখ্যত্ব নিত্য বিকাশ পর্বে।
ঐ ভাবদীপ্তির এখন এসেছে জাগরণ পর্ব তোমায় গ্রহণে।
যে ভাবপ্রদীপ স্বতঃই একান্ত বিকাশ মাঝে হয়েছে মূর্ত।
এখন এসেছে সময় তারই হতে মূর্ত নিত্য ঋত প্রকাশ পর্বে।
জগৎ মাঝে যে সত্য হয়েছে ব্যাপ্ত এখন ঐ সত্যেরই প্রকাশ।
তোমারই ভাব সমন্বয় এসেছে জীবনের প্রত্যয়ে হয়ে সদা ব্যাপ্ত।।

**চৈতন্যের নিত্য এক দীপ্তি ঃ**

নমস্য দ্যাবাপৃথিবী সচেতসা।
বিশ্বেভিঃ দেবৈভ্যিঃ অনু শুষ্মম্ আবতাম।
যৎ এৎ কৃন্বানো মহিমানম ইন্দ্রিয়।
পীত্বৌ সোমন্য ক্রতুময়, অবধর্তঃ।। (ঋ. বে. ১০/১১৩/১)

চেতনার জন্য এই জাগরণ পর্বের সূচনায় হয়েছে ঐকান্তিক স্পর্শ।
দেবতার ভাব চেতনার কথায় হয়েছে নিত্য প্রকাশ পর্বের বিকাশে।
এখনই হয় জীবনের জন্য প্রকাশ পর্বের উন্মোচন ঋষির প্রয়াস।
এই পথ অনন্তের নিত্য ক্ষণের সীমা করে অতিক্রম নিজ ভাবপথে।
যে ভাব প্রকাশ জীবন মাঝে হয়েছে স্বতঃ বিকশিত এই পর্বে।
এসেছে এই পর্বের মাঝে হয়েছে সময়ের আবেদন নিত্য আবেদনে।

এখন সময়ের ভাবসীমায় হোক জীবনের নবীন জীবন প্রকাশ সীমার অন্ত।
উপলব্ধির স্রোত হয়েছে যদি জীবন স্রোতের নিত্য পথের সদা অন্বয়ে।।

**ভাগবতী বিকাশ এখন লুপ্তপ্রকাশী ঃ**

তমস্য বিষ্ণুঃ মহিমানম ঔজসঃ অংশুঃ।
দধিন্বান্ মধুনৌ বি বপ্যতে।
দেবেভিঃ ইন্দ্রঃ মঘবা সয়াব অভিঃ।
বৃত্রং জঘন্তাং অভবৎ বরেণ্য। (ঋ. বে. ১০/১১৩/২)

ঐ ভাগবতী বিকাশের এখন হয়েছে ক্ষণ মাঝে
জগৎ মাঝে করে উন্মোচন ঐ জীবন মাঝে দৃপ্ত চেতন শক্তির।
যে ভাব বিকাশ এই অনন্যতার একান্ত সংযোজনে ব্যাপৃত।
হয়েছে তারই জীবন মাঝে উন্মোচন জীবনের এগিয়ে চলায়।
দিব্য আলোকের নিত্য প্রকাশ এখন হয়েছে জীবনময় ব্যাপ্ত।
ঐ মহান দেবপ্রকাশ এখন জীবনের জন্য হবে উন্মোচন।
যা কিছু এসেছে বাধার কন্টক হয়ে বিধৃত কর্মপথের চলায়।
এখন হোক জীবন ময় তোমারই অনন্ত প্রবাহের ব্যাপ্ত উন্মোচন।

চিত্ত মাঝে হয়েছে উদয় ভগবৎ বার্তা জীবনের পরিতৃপ্তীর এই পর্বেই হয়েছে এখন হয়েছে জীবনের মাঝে একান্ত বিকাশের পর্বের নিত্য আবর্তনের এই প্রবাহ পর্বে। যদি বা এসেছে মনের অঙ্গনে কোনও আবিলতার ছাপ এসেছে তারই বিকাশ পর্ব এই জীবন পর্বে সব অনুভবের আবর্তে। যে মনের অঙ্গনে ছিল জগতের বার্তা হয়েছে ব্যাপৃত জগৎ আবর্তনের আহ্বানে। এমন করেই হয়ে উঠবে জীবনের মাঝে একান্ত আবেদনে জগৎ জীবন ব্যাপ্ত হয়ে থাকা জগৎ মাঝে ভক্ত জীবনের হয়ে ওঠা নিত্য বিকাশের এই একান্ত অনুভবের একান্ত বিকাশ পর্বে।

এবং ধ্যায় অতুরা চিত্তানাম্
মাত্রা স্পর্শেচ্ছায়া মৃদুঃ।
ভবসিন্ধু প্লাব দৃষ্টাঃ।
হরিচর্যা অনুবর্ণনায়। (ভাগ. ১/৬/৩৪)

ঐ অনন্ত ভাবধারার এখন হয়েছে নিত্য বিকাশের দৃপ্ত পরিচয় এই রূপান্তরের পর্ব মাঝে নিবেদনে। যে ভাবপ্রসাদ এসেছে জীবনে হয়ে ভগবত্তার বিকাশ ভাবনায় একান্ত বরণীয়। এখনই হোক বিকাশের ঐ পর্বের মাঝে জীবনের নবীন আগ্রহের নিত্য দ্যোতনায়। যে ভাবপ্রবাহ হয়েছে রচনা এই ভক্ত জীবনের মাঝে ফুটে ওঠা তেমনি হয়ে ওঠে জগতের পথে নেওয়া সব আগ্রহের দীপ। মনের মাঝে হয়েছে যখন আগ্রহের দীপ শিখাময় তখনই হয়ে ওঠে দিব্য জ্যোতির্ময় এই ভাব বিকাশের একান্ত নিজস্ব আবর্তনে। এমন জীবনময় হয়ে ওঠে জীবন গভীর প্রদেশের সব আবর্তন। এমন আবর্তনের পথ দিয়ে হতে পারে সূচনা মনের মাঝে সাব বিকাশের পথ। এই বিকাশ পর্বে হয়েছে জীবনের নিত্য জাগরণের একান্ত প্রবাহ পর্বের একান্ত বিকাশ সম্ভাবনার সব উপকরণ সমূহ। যে জীবন পথ এখন হয়েছে জীবনের উন্মোচনের প্রয়াসী সে জীবনের এখন জাগরণের একান্ত প্রকাশের ধারা। যে জীবনপথ সব বাধার উপকরণ করে দেয় উন্মোচন জগতের পথ মাঝে। একান্ত নিবেদনের এই পর্বের হয়েছে এই জীবন পর্ব হোক পরম প্রকাশের দৃপ্ত বিকাশী। যে পথ নিয়ে যায় অনিবার্য প্রকাশের এই পর্বে হোক তারই পরম প্রকাশের পর্বের একটি প্রকাশের এই পর্ব হয়ে উঠবে জীবন পথের দৃপ্ত উন্মোচনী। এমন করেই নতুনের অভিযান ফুটে ওঠে জীবনের চলার নিত্য আবর্তে।

যম আদিভিঃ যোগপথৈ।
কাম। লোভঃ হত মোহঃ
মুকুন্দ সেবায় যৎ বৎ।
তথা আত্ম আধ্যায়নঃ ন সম্যাতি।। (ভাগ. ১/৬/৩৫)

ভক্তির প্রবাহ হয়ে চলেছে জীবন প্রবাহের এই পর্বের নিত্য প্রবাহে। যেমন করেই হোক এই জীবন পথের এই একান্ত প্রকাশ পর্বের এই একান্ত প্রকাশ পর্বের উন্মোচনের পর্বে। এখনই জীবনের সূচনায় হয়েছে মূর্ত যে ভাবপ্রবাহ তারই বাস্তব উন্মেষ হয়ে উঠবে জীবনের এই একান্ত পর্বের সঙ্গে হয়ে নিত্য পথের প্রবাহী। নিত্য পথের মাঝে গড়ে ওঠে আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণের মধ্য

দিয়ে হয়ে ওঠে নিত্য পর্বের একান্ত প্রবাহের মাঝে। স্বতঃই হয়ে ওঠে এমন করে এগিয়ে গিয়ে ভরে উঠবে জীবনের রয়েছে যত আবেদন এই জীবনের মাঝে হয়ে উঠতে যে ভাব বিকাশ জীবনের এই পর্বের মাঝে হয়ে চলবে নবীন সত্যের অনুরাগী।

সাধবঃ হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ং অস্ত অহম্।
মৎ অন্যত্তে নম জানান্তি ন অহং তেভ্যং মনাগপি।। (ভাগ. ৯/৪/৬৮
এতেক যাহার বস্তু তাহাতে সমর্পয় নিত্য জীবন পথে।
আত্মা নহিলে এই ভক্তি কোনমতে রয় একান্ত নিবেদনে।
প্রহ্লাদ জীবনে এসেছে হরির অনুভব এমন করেই সদা প্রজ্ঞায়।
ইহারে সেবিলে আসে ভক্তিযোগ ভাব সদা অনুভব পর্বে।
ভক্তিযোগে সমর্পিয়া যদি শুদ্ধ মনের অঙ্গন করে মুক্ত
নহিলে কর্ম করে তাহে হয়ে বদ্ধ বিষয়ের বেড়াজালে।

ভগবানকে অন্তর মাঝে বরণের পথে অন্তরায় অন্তর প্রদেশের নিত্য প্রবৃত্তি। এমন করে জীবন পর্বে যখন ভক্তির ভাব আসে, চেতনার প্রদীপ যখন ভক্তির স্রোতে স্নাত হয়ে যায় তখন বদল ঘটে যায় জীবনের দৃষ্টি। ভগবান দূরের, বহু দূরের হয়ে করছেন বিরাজ। এখন তিনি কাছের অনেক কাছের, আপনার হয়ে জীবন পথকে তুলবেন আলোকময় প্রদীপ্ত আর ভাস্বর রূপে। যে জীবন ধন হয়েছে জগতের জন্য একান্ত বিকাশ পর্বের অনুরাগদীপ্ত হয়েছে আহ্বান রচনা তারই জন্য জীবন পথের নিত্য সঞ্চালনে। যে বিষয় ছিল ইতিপূর্বে জীবন বৃত্তের কেন্দ্রে হয়ে শক্তিময় এখন অধ্যাত্ম শক্তির এই উন্মোচন করেছে অবারিতে তারই বিস্তৃত প্রসারতার ক্ষণ। এই ভাববিকাশ হয়েছে জীবন মাঝে যুগপৎ উন্মোচনী। একই সঙ্গে এসেছে বার্তা জীবনের কাছে হও সদা প্রসারী এক উদার পটভূমি। অভ্যন্তর প্রদেশ উন্মোচনী।

**আদিত্যের এই নিত্য বিকাশক্ষণে ঃ**

বৃত্রেণ যৎ অহিনা বিভ্রদ্ আয়ুধা।
সমস্থিয়া যুধয়ে সংসদ আবিদে।
বিশ্বে তে অত্র মরুতঃ সহ আত্মনা।
অবর্ধন অনুদ্র মহিমানম্ ইন্দ্রিয়াম্।। (ঋ.বে. ১০/১১৩/৩)
এই সাধন পথের সব বাধার অবস্থান করতে দূরীভূত।
দিয়েছ সব নিত্য পথের এই সাধন অবস্থানের একান্ত বিকাশে।
যে পথ মাত্রায় হয়েছিল নিত্য দিনের পথ প্রবাহে ভগবৎ ভাবে।
একান্ত প্রকাশের এই পর্বে হয়েছিল ভগবৎ আহ্বান প্রকাশ্যে।
যে ভাব দীপ্তি ছিল জীবনের মাঝে সুপ্ত এখন হয়েছে বিকশিত সেটি।
নিজেরই সাধন দীপ্তি হয়েছে জীবনে যুক্ত ভাগবতী উপলব্ধি।
সাধন বিকাশের শক্তি এখন হয়ে উঠবে জীবনময় মগ্ন।
অনন্ত চেতনের অনন্ত বিকাশ এখন হোক নবীন বিকাশে রপ্ত।।

**দৈবী বিকাশ হোক নিত্য দিনের অনন্ত প্রসারী ঃ**

জজ্ঞান এব ব্যবধাৎ স্মৃধঃ।
প্রাপস্য উদ্বী রৌ অভি পৌস্যং রণম্।
অবৃশ্চৎ দদ্রিম্ অব সস্যদঃ সৃজৎ।
অস্তভন এন অর্কং স্বপস্যয়া পৃথুম্।। (ঋ. বে. ১০/১১৩/৪)
এসেছে যখন জগৎ মাঝে তোমারই প্রদীপ্ত এই বিকাশ ক্ষেত্র।
হোক এই নিত্য বিকাশের দৃপ্ত প্রকাশের নিত্য ভাবপ্রদীপ।
দেবশক্তির হয়েছে বিকাশ এই জীবনের কর্মপথের সঞ্চারে।
এখন এসেছে অনু প্রকাশের সব স্বপ্ন প্রবাহ জীবনের গতিপথে।
অনন্য চেতনের এই পথ মাঝে হয়েছে জীবনের জাগ্রত প্রদীপ।
জীবনের জন্য হোক নিত্য পথের অনন্য আকর্ষণ সদা প্রত্যয়ে।
কর্মের এই জগৎ মাঝে হোক দিব্য আকর্ষণের উন্মোচন
ভাগবতী সত্যের বিকাশ হোক জীবন মাঝে নবীন বার্তাবহ।

**ভগবৎ ভাবপ্রকাশ**
**এখন বিকাশময় ঃ**

আদি ইন্দ্রঃ সত্রা তবিষা আরোপ্য তৎ যৎ।
বরীষী দ্যাবাপৃথিবী অবাধত।
অবাভরত ধৃষিতৌ বজ্র মায়াসং।
শেবং মিত্রায় বরুণায় দাশুষে।। (ঋ. বে. ১০/১১৩/৫)

এই অনন্য শক্তির প্রবাহ হোক জীবনের প্রবহমানতার মুক্তি।
এখন জীবন মাঝে ভগবৎ প্রভা আসুক নতুন চেতনের আহ্বানে।
বিশ্বময় হোক জীবনের প্রকাশ ভগবৎ প্রেমের নিত্য আশ্রয়ে।
ঐ আশ্রয়ের নিত্য আবরণ প্রাণের শক্তির অপ্রাকৃত উন্মেষে।
আনন্দময় এই সত্যময় চেতনপ্রদীপ জীবনের প্রকাশ পথের আশ্রয়ে।
ভগবৎ আশ্রয়ের এই নিত্য প্রদীপ হোক জীবনের নিত্য উন্মেষের পর্বে।
দেবতার এই বিকাশ পথ মাঝে হবে জগৎ বিজয়ী আকর্ষণ পর্বে।
যজ্ঞের পথে হোক জীবনের উন্মেষের সূচনায় প্রকাশ মানসে।।

**সংহত সমন্বিত প্রশান্ত**
**গণ পরিবেশ প্রবাহ পর্বে ঃ**

মৈত্রী করুণায়া-মুদিতা -উপেক্ষানাং
সুখ-দুঃখ-পুণ্য-অপুণ্য-বিষয়াণাং
ভাবনাতঃ চিত্ত প্রসাদনম্।
যথা-অভিমতঃ ধ্যানাৎ বা
ঋতম্ভরাঃ তত্র প্রজ্ঞা।। (পতঞ্জলি যোগদর্শনম্ ১/৩৩, ৩৯, ৪৮)

জগৎ মাঝে রয়েছে যত প্রাণ ভাগবতী পরম্পরার এই মানব ধারায়
হয়েছে যেমন করে ভাগবতী প্রকাশের স্পন্দন অনুভূত জীবনে
এসেছে জীবনের মাঝে অনুভব সব প্রকাশের নিত্য মাধুর্যে
হয়েছে মৈত্রীর বন্ধনে জীবনের পথচলায় হয়ে সমন্বিত সদাই।
জীবন পথের এগিয়ে চলায় হোক করুণা-মুদিতার প্রকাশ স্বতঃই।
চিত্ত মাঝে সদা বিরাজে যদি ব্রহ্ম ভাবনায় মূর্ত তবেই হবে জাগ্রত
চিত্ত প্রসাদে হয়েছে যদি ভাগবতী ভাবসঞ্চার তবেই হবে জীবন মূর্ত
এখন ব্রহ্ম প্রজ্ঞার এই নিত্য জাগরণ জীবনের দৃপ্ত পর্বে সর্বকালে সর্বত্রই।

ভক্তিযোগের পথেই ভক্ত-ভগবান ভক্তির প্রবহমান পথের মাঝে কর্মোদ্যোগ রয়েছে। যে কর্মের মাঝে রয়েছে ভক্তির নিবেদন, সেটিই দিব্য কর্ম। এই কর্মের মাঝে প্রবহমানতা হয়েছে স্বতঃ জীবনের সব মন্ত্র। যা কিছু রয়েছে জীবন মাঝে হয়ে উঠবে জ্যোতির্ময় কর্মের এই জীবন প্রবাহ পর্বে।

ভক্তি যোগেন মনসি সম্যক প্রণিহিতেহ মনে।
অপশ্য পুরুষং পূর্ণং মায়াং চ তৎ উপাশ্রয়াম্।।
সুজনাভ্যাং বর্হিঃ শুদ্বত্যাং ভাবশুদ্ধি তথা অন্তরা।
অন্তঃ শুদ্ধি বিহিনঃ চ যা কৃত্বা ক্রিয়তে জনৈঃ।। (ভাগবত, ১/৭/৪)

কর্মের প্রবাহমানতায় ক্রমাগত মনের বেশ হয়ে উঠবে নিত্যবিকাশী অখণ্ড মনোভাব ক্রমশঃ ভাগবতী ভাব সঞ্চার করে যেমন কর্মের মধ্যে সমর্পণ ফুটে উঠবে যখন ভক্তির অভিনন্দনের ক্ষণ তখন। নিষ্কাম কর্মের অঙ্গ হিসাবে বিরাজ করবে কর্মেরই অবয়বের মধ্যে। নিষ্কাম কর্মের দ্যোতনা ভক্তির আর হৃদয় পূর্ণ ভাব অবলম্বন করে জীবন পথের এই অনন্তের পথের সংযোগ হয়ে যাবে এই শুদ্ধ বিশুদ্ধ মনের মাঝে হৃদয় দেবতার আবির্ভাব সাধন জীবনের পরবর্তী ধাপের মধ্য দিয়ে ঐ কর্মের মৌল অবয়বের মাঝে সাধক নিত্য ভাবপ্রয়াসে যার অনাবিল এই আকর্ষণের পর্বে হয়ে উঠবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হৃদয় তন্ত্রীতে থাকবে জাগ্রত চেতনের মূর্ত অধিকারী।।

ন হি অচ্যুতং প্রীলষ্ঠ তো বহবা আসঃ অসুরাঃ আত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব ভূতানাং সিদ্ধ তু আদিহ সর্বতঃ।। (ভাগ. ৭/৬/১১)

এখন নিত্য ধামের এই আবাহনী করেছে জীবনের বিজয় পথে এগিয়ে হয়ে থাকবে নিত্য দিনের বিকাশী। কর্মের প্রবাহে এখন ভক্তির হয়ে ওঠা দৃঢ়তর প্রত্যয়ের অধিকারী।

স্নেহভক্তি ভাব যেবা করবে অচ্যুতে চেতনার পরম নিবেদনে।
রয়েছে যা কিছু জগতের গ্রাহ্য প্রাপ্য লব্ধ হবে সব নিয়ত সংযোজন।
জীবন ধন হয়েছে পরিপূর্ণ এখন অনাবিল একান্ত আকর্ষণ পর্বে
ভগবানের এই জগৎ রূপ হবে নিত্য বিকাশের একান্ত সংযোগের ফলে
অন্তরের এই আকর্ষণ হোক মূর্ত পরমের ভাবমার্গে নিত্য আকর্ষণ তরে।
এমনই হয়েছে জীবনের নিরন্তর একান্ত ভাবনায় হয়ে পূর্ণ জীবনময় ভগবত্তায়।

যেমন করেই এসেছে ভাগবতী ভাবের আবর্ত জীবন মাঝে হবে তেমনই একান্ত এক অনন্য বিকাশ। ভক্তির মাঝে ফুটে ওঠে অখণ্ড অনন্ত শক্তি। এমনই শক্তির ভাবধারা যারই রয়েছে একান্ত নিজস্ব স্বভাব রুচি আর সামর্থ। জীবনের শক্তি এখন হয়ে ওঠে দৃপ্ত ভাবনার প্রশান্ত প্রচলনের একান্ত পরশে। ভগবান স্বয়ং অচ্যুত। তাঁর চ্যুতি হয় না। তিনি বিরাজ করেন সর্বত্র অথচ ভক্তপ্রাণে তাঁর উপস্থিতি বিশেষ প্রকারের ভক্তজীবনে তিনি ভক্তির রুচি, স্বভাব, চরিত্র আর জীবন রীতির অধীন। যে ক্ষেত্রটি তাঁর ফুটে ওঠার জন্য অনুকূল সেখানে তিনি স্বয়ং ফুটে ওঠেন; আর যে ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে প্রতিকূলতায় সেখানে তিনি রূপান্তরের ঢেউ নিয়ে আসেন যখন হয়ে ওঠে সঠিক সময় তখনই। ভক্তির দৃষ্টি মায়ার অতীত। মায়াবদ্ধ হয়ে সকলে তাঁর এই শাশ্বত সনাতনী চেতন ও প্রজ্ঞার স্পর্শ পাওয়া যায় না। মায়ার দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হয়। মায়ার বন্ধন মনচেতনকে আবিলতায় ভরিয়ে দেয়। জগতের জন হয়ে আপন মায়ার বন্ধনকে করে দেয় দৃঢ়। যা কিছু ক্ষণিকের আর দৃশ্যত মনোহারী তাকে নিয়েই চলছে জগৎ মাঝে নিত্য সঞ্চালন। জীবের এই জীবন প্রবাহ হয়ে থাকে অনন্ত বিকাশের উন্মুক্ত সোপান। যেমন করে চলে জীবনের সত্যকে কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চলা ঠিক তেমন করে হয়ে যায় অনন্ত চেতনের জগৎপথে এগিয় চলা।

মানবের জীবন পরিক্রমা হয়েছে যদি মুক্ত হতে সব মায়ার আবিলতা
হয়েছে যদি নির্মল মনের নির্মল ভাবনায় নির্মল কর্মের আহ্বানে মগ্ন
এসেছে যদি জীবন মাঝে মূর্ত প্রত্যয় হয়ে দৃঢ়বদ্ধ মনে প্রাণে হৃদয়ে,
হয়েছে দৃপ্ত প্রত্যয়ের চরিত্র বন্ধন জীবন যজ্ঞের পর্বে পর্বে একান্ত সর্বস্ব।
বিশ্বমাঝে এসেছে বার্তা বিশ্বপতির দৃপ্ত প্রভাব পড়বে ছড়িয়ে প্রাণের গভীরে।
নীলকণ্ঠ হয়ে এসেছেন যখন জীবের জগৎ মাঝে করে উজাড় অবারিতে।
যে চেয়েছে করতে এই কল্যাণকর কার্য সমূহ হয়েছে উত্তরণের সোপান প্রস্তুত।
এখন মহাজীবনের ভাবস্রোতে হয়ে উঠবে জীবনের নবীন বিকাশ পরম আগ্রহের সঙ্গে।

ভক্তজীবনকে হতে হবে নিত্য ভাববৃত্ত স্নাত। যে ভাবদীপ্তি এখন জীবনের মাঝে হয়েছে মূর্ত তারই একান্তভাবে জীবনকে আলিঙ্গন করেই এগিয়ে যাওয়ার পর্ব এখন। সমাজ সভ্যতার পথচলা জীবনের নিত্য আবহ আর দৃপ্ত প্রয়োজনের সব বিকাশ সূত্রকে করে বরণ ফুটে উঠছে জীবনময় সব কুঁড়ি। এমন করেই হয়ে উঠতে ভাবমুখর যে জীবন তারই হয়েছে দিব্য প্রসাদে ভরপুর সব ক্ষেত্র। যে ভাববিকাশ ছিল অন্তরে হয়ে সুপ্ত এখন তারই প্রকাশ মাধুর্যে বিকশিত হয়ে জগতের কাছে সত্য-জ্ঞান আনন্দ বিকিরণের ক্ষণ, জীবনের কেন্দ্রে যে দিব্য শক্তির হয়েছে সঞ্চয়, এখন জগতের মাঝেই তার ক্রিয়া হয়ে উঠবে সম্পন্ন। জগৎময় ভাগবতী আহ্বান হয়েছে রচনা। যে শ্রবণ-দর্শন-বাক হয়েছে তার সহযোগী, হয়েছে তার নিত্য উত্তরণ। জীবনের ভাবদীপ্তি হয়েছে মূর্ত এখন এই জীবন ময় ব্যাপ্ত সব দেবদীপ্তিতে।

| | |
|---|---|
| **বদ্ধ মনের আবরণ** | অথঃ যোগঃ অনুশাসনম্। |
| **করে উন্মোচন হবে** | মনঃ ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত একাগ্র নিরুদ্ধ। |
| **মুক্ত মনের প্রভা ঃ** | যোগঃ চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ |
| | তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে ইহ অবস্থানম্। |
| | প্রত্যক্ষ অনুমানঃ আগমাঃ প্রমাণানি। |
| | অভ্যাসঃ বৈরাগাভ্যাং তৎ নিরোধ।। (পতঞ্জলি যোগদর্শনম, ১/১, ২, ৩, ৭, ১২) |

ব্রহ্মপথে হয়ে স্থিত মনের বিস্তার ঘটবে ঐ অনন্তের সংযোগে।
যে ভাবপথে করেছে অঙ্গীকার মনের নিত্য প্রদীপ হোক তার দৃপ্ত প্রবাহ।
এখন আসুক জীবন মাঝে অনন্ত ভাবধারার একান্ত স্পর্শে নিবেদন।
বদ্ধ মনের দৃঢ় আবরণ করে অন্ত হবে মনের নিষ্কলুষ মালিন্য মুক্তি।
যে ভাবধারা এসেছে জীবনের মাঝে নিয়ে অঙ্গীকার ব্রহ্মপথের পর্বে
হোক তার নিত্য বিকাশ এখন সদা প্রসারতার আহ্বানে জীবনে।
যে মন হয়েছে প্রস্তুত চলতে এগিয়ে আরও প্রসারতায় জীবনে
হোক তার বিকাশ করে ছিন্ন সব আবরণের বন্ধন এই জীবন কর্মে।

**একাগ্রভূমি মনের মাঝে প্রণবের স্ফুরণে যোগসিদ্ধি ঃ**

তত্রঃ স্থিতঃ যত্ন ইহ অভ্যাসঃ
সঃ তু দীর্ঘকালঃ নৈ অন্তর্যং সৎকারঃ আসেবিতঃ দৃঢ়ভূমিং।
দৃষ্টা আনুশ্রবিকঃ বিষয়ঃ বিতৃষ্ণাৎ বশীকরঃ বৈরাগ্যম।
তীব্র সংবেগানাম আসন্নঃ।
ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা।
তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।
তৎ জপঃ তৎ অর্থ ভাবনম্। (পাতঞ্জলি যোগদর্শনম্, ১/১৩, ১৪, ১৬, ২১, ২৩, ২৭, ২৮)

ভগবৎ ভাবপ্রদীপ করে আবিষ্কার অন্তর মাঝে একান্তে
হোক জীবনের সব জড় ভাবনাগুলি সংহত জীবন পরিচয়ের উপান্তে
হয়েছে যদি অনন্য প্রসাদের নিবেদিত আবিলতার একান্ত ধারা
উন্মোচন যদি হয়েছে একান্ত নিবিষ্ট মনের সব গতি প্রকৃতি ঐ পথে
ভগবৎ ভাবের পরশ এখন হবে উন্মোচিত জগৎ বিচারের নিত্য পর্বে।
এখন আসুক ভাবনার ভাবপ্রদীপ এই অনন্যচিত্ত প্রাণের পরশে,
ব্রহ্ম ভাব বিকাশ হোক অন্তর চেতনে একান্ত নিবেদনের এই পর্বে
ভাবনার গভীর অঙ্গে হয়েছে ব্রহ্মদীপ্তি জীবনের এই সঞ্চালন পর্বে।।

ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার হতে থাকে জীবনের অঙ্গনে ক্রম ব্যাপ্তিতে ভাগবতী ভাবের স্পর্শ দিয়ে। যে জীবনময় হয়েছে সঞ্চার অনাদি অনন্ত ভাবময় এই সৃষ্টির সর্বত্র ফুটে রয়েছে ব্রহ্মভাবদীপ্তি এমনই হয়ে রয়েছে সব জীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ যে অনন্ত ভবপ্রবাহের বৃত্তের মধ্যেই খুঁজে ফিরছে জীবন মাঝে অনন্য সঞ্চয়। এখন ঐ বিকাশের ক্ষণ। যে ব্রহ্মদীপ্তি এখন বিকাশের পর্বে হয়েছে একান্ত ভাবময় তারই মধ্যে অবগুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে একান্ত ব্রহ্মভাব ও ভাবনার সব পরশ। এখন জীবন মাঝে হয়েছে অনন্ত ভাবদীপ্তির প্রবাহ। এসব প্রবাহ যার গতিমুখ হতে হবে ভগবানে নিবদ্ধ। জীবনের এই নিত্য অববাহিকায় ব্রহ্মদীপ্ত হাওয়ার প্রবাহ আসতে শুরু হয় তখনই যখন জীবন মূর্ত হয় এক এবং অদ্বিতীয় আদি দেবতা মহাদেব ভাব প্রবাহে সম্পৃক্ত। এমনই—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহম আশ্রিতম্।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপর। অভবৎ।। (ভাগবত, ১০/৩৩/৩৬)

ভগবৎ কৃপালব্ধ মনের প্রাণের ও হৃদয়ের শক্তি দিয়ে ভগবানকে বরণ করে নিতে হয় চেতনার রাজ্যে। যে ভাবদীপ্তি হয়েছে জীবনের জন্য স্থিত এখন তারই নিত্য স্ফূর্তি জীবনের সব বেড়াজাল করে অতিক্রম ক্রমান্বয়ে ভগবৎ পথের অভিযানে এগিয়ে যাওয়ায়।

ভগবৎ কৃপার সীমায় ফুটে উঠবে জীবনের মাঝে ফুটে থাকা অনন্ত সম্ভাবনার মাধুর্য। এমন স্থিত অবস্থায় জীবন হয়ে উঠবে একান্তভাবে নিজস্ব ভাবসঞ্চারী। যে ভাবদীপ্তি হৃদয়ের মাধুর্যকে বরণ করেই ভগবানের প্রকাশ রূপকে খুঁজে পায় তারই মধ্যে জেগে ওঠে অনাবিল আনন্দের মূর্ত ধ্বনি। এমনই রূপ মাধুর্যের নিত্য প্রকাশ সাধন প্রাণে প্রেরণার দীপ্তি হয়ে সদা আবিলতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে গড়ে নেয় নিবেদনের পটভূমি। এই নিবেদনই ভগবানকে বরণ করবার পর্ব। সচ্চিদানন্দ সনাতন এখন রূপ প্রকাশের মধ্য দিয়েই বরণ করে নেবেন পরম আনন্দে এই ভক্তজীবনকে।।

—ঃঃ—

# হতে হবে ভগবানের জন্য অনুরাগী

## সায়ক ঘোষাল

ভগবৎ অভীপ্সায় ভরপুর মন জগতের মধ্যে হয়ে ওঠে একা ভগবৎ উপাদান। যে মন কোনো বাধাকে গ্রাহ্য না করে নিজের সমস্ত কিছুকে ভগবানে নিবেদিত করেছে সেই মন হয়ে ওঠে পরমের প্রিয়। জগতে কর্ম সম্পাদনের মধ্যে ভগবৎ চিন্তা-ধারা কর্মকে আরও দৃঢ় করে তোলে। আর কর্মের মধ্যেও ভগবৎ চিন্তা ধারা আরও দৃঢ় হতে থাকে। হৃদ কেন্দ্রে যে সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে আছে তা এবার ভগবৎ ভাবের প্রবাহে প্রদীপ্ত হয়ে ফুটে উঠবে জীবন মাঝে। হৃদয়ের মধ্যেই রয়েছেন ভগবান স্বয়ং। আমাদের জীবন মাঝে হয়ে রয়েছেন ভগবানের বাসস্থান। সেরকম করেই আমাদের কর্মই ভগবানেরই কর্ম। কর্মকে বাধা রূপে নয় কর্ম হল মুক্তির পথ। যে কর্ম ভগবৎ নিবেদিত কর্ম সেটি হয়ে ওঠে জীবনের মাঝে সত্যের প্রত্যয়ের রূপ। মনের মাঝে নানা বাধা আসে নানা চিন্তা মনকে গ্রাস করে নেয়। কিন্তু এই মন যদি নিবেদিত রূপে ভগবৎ চরণে থাকে তাহলে কোনো পরিস্থিতি মনকে প্রভাব ফেলে না। জীবনের এই বাধাগুলি আসলে বাধা বা সমস্যা হয় না এগুলি এক একটি ধাপ হয় যেগুলি সাহায্য করে উত্থানের জন্য তাই যে মন সর্বদা ভগবৎ ভাবে ডুবে থাকে তার কাছে চিরাচরিত ভাবে এই ভক্তের কাছে থেকে যায় আনন্দের কণা। এ জগৎ স্বয়ং পরমব্রহ্মের কৃপার ডালি এ জীবনও তাঁরই কৃপার ফল। এই জীবনকেই উপলব্ধির চরম সীমায় নিয়ে যেতে হবে। এমনই হোক প্রত্যয় জীবনের। হয়ে উঠুক এ মন পরম ব্রহ্মের প্রতি আগ্রহী নেমে আসুক জীবন মাঝে উপলব্ধির প্রভা। তিনি দিয়েছেন প্রেরণার শক্তি জীবন মাঝে। যে প্রেরণার উত্থানে জাগরণ হবে চেতনায় ভগবৎ চেতন স্বত্তা। ভগবৎ চেতন স্বত্তাই কর্ম পথকে প্রসারিত করবে দৃঢ় প্রত্যয়ে ভগবৎ পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য; ভগবৎ ছন্দের সাথে কর্মে আবহে ভক্ত এগিয়ে চলবে এখন ব্রহ্ম অভীপ্সায়। এখন জীবনের কেন্দ্রে ভগবৎ চেতনাই প্রভাব বিস্তার করবে। যা ছিল বাহ্যিক প্রবাহ তার সব দূরীভূত হয়ে যাবে ভগবৎ স্পর্শে। এই ভগবৎ স্পর্শই সবসময় বেষ্টন করে থাকবে মনে। এই দিব্য স্পর্শই এখন উপলব্ধির স্রোত নিয়ে আসবে জীবন মাঝে। এই প্রবাহ মাঝে এখন হবে নিত্য ভগবৎ বিকাশ অন্তর মাঝে। অন্তরের অগ্নি এখন প্রজ্বলিত হবে। এই প্রজ্বলিত অগ্নির ছটায় জগৎ মাঝে ছড়িয়ে যাবে ব্রহ্মবার্তা। জীবন মাঝে প্রত্যেকটি নির্ণয় নিতে হয় ভক্তকেই আর সেই নির্ণয়ের পরিনামও ভোগ করতে হয়। তাই নির্ণয়ের জন্য ভেবে নিয়ে হয় কোনটি ভক্তের ভগবৎ উপলব্ধিকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই প্রতিনিয়ত এই ভগবৎ অভীপ্সা নিয়েই পথে নামতে হয়। যে অভীপ্সা ভক্তমনকে আরও জাগিয়ে তোলে সত্যের পথের অঙ্গীকারকে। এখন হবে ভগবানের দিব্য প্রকাশ জীবনের পরম উদ্দেশ্য স্থাপন করতে। যখন ভক্তের মনে জাগে শরণাপন্ন হবার অভীপ্সা তখন সমগ্র প্রকৃতি তার কাছে নিয়ে আসে ব্রহ্মবার্তার আবহ। বাসনার গণ্ডি পেরিয়ে এখন মনে বিস্তার করবে ভগবৎ পরিবেশ। যখনই হয়েছে জীবন মাঝে মুক্তির বিকাশ তখনই হয়েছে জগতের মাঝে নানান রঙ বেরঙের সঞ্চার। জগত মাঝে বাহ্যিক সব আবহে হয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়। এখন সময় হয়েছে সব বাহ্যিক বিষয়ের এবং আসক্তির বিনাশ ক্ষণ। জগতের বিজয়ের এই ক্ষণে এখন হবে মুক্তির নিত্য উন্মোচন। সত্যের আবরণে বাধ এখন ভক্তের জীবন। এই ভক্তের জীবনেই হবে আবার দৃঢ় প্রত্যয়ের উন্মোচন। ভগবান হয়ে উঠবেন নিজ জীবনর হৃদয়রাজ। তিনি কোষে কোষে বিরাজমান। তাঁর দিব্য স্পর্শ জীবনমাঝে হয়ে রয়েছে দৃঢ়। মনক তাই হতে হবে অনুরাগী। অনুরাগী মন হল যে ভগবানের ইচ্ছাকে পারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে বরণ করতে। এই মনের কাছে কোনো যুক্তি খাটে না। এই জীবনের জন্য ভগবানই জীবনেরই চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছেন নিত্যই।

—ঃঃ—

# আকাঙ্খা পূরণ

## প্রণবেশ রায়

মানুষের - আকাঙ্খা অপরিসীম। ভালো খাব, ভালো পরব, ভালো থাকব —শুধু এইসব আকাঙ্খা। আমার ভালো হোক এই চাহিদাটুকু পূরণই যেন মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। নিজের সমস্ত অসুবিধাকে সুবিধাতে পরিণত করার জন্য মানুষ চেষ্টা করছে। আমি এবং আমার এই শুধু জীবনের ব্রত। অন্যের মঙ্গলচিন্তা, অপরকে নিয়ে একসাথে পথ চলা, পরের দুঃখে কাতর হওয়া সর্বপরি নিজের সৃষ্টিকর্তা ভগবানের কথা চিন্তা করা—এ সবের সময় তার নেই, —সে অনবরত ছুটে চলেছে যে কোনো মূল্যে নিজের আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে। সোজা অথবা বাঁকা যে কোনো পথ অবলম্বন করা তার সহজাত।

অন্য দিকে ভগবানের সৃষ্টি করা এই পৃথিবী তার নিজের ছন্দে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত চলছে। সকাল হলেই যানবাহন চলছে, বাজার দোকান খুলছে, মানুষ বাজারে যাচ্ছে, অফিসে যাচ্ছে, ব্যবসা করছে, —বিভিন্ন প্রাণী তার জীবনযাত্রা নির্বাহের পথ খুঁজছে, দেবমন্দির, শ্মশান, স্কুল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান সব চলছে। চিকিৎসালয়ে রোগী ভর্তি হচ্ছে, আবার রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি আছে—এ সব ভগবান নিজের মতো নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন অবিরত। এখান মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। ভগবান নিজের মতো সব কিছু—সামনে নিচ্ছেন। তাঁর জগৎ। এখানে ব্যক্তিগত কোনো আকাঙ্খা পূরণ তাঁর লক্ষ্য নয়। সামগ্রিক উন্নয়ন এবং কর্ম সম্পাদন চলেছে।

একটা বিষয় খুব উল্লেখযোগ্য যে কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করতে না চাইলেও সেই কাজ অবহেলায় পড়ে থাকে না। অন্য কোনো ব্যক্তি স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে করে যায় সেই কাজ। কার নির্দেশে তা বোঝা না পেলে, তার নিজের অন্তরাত্মার নির্দেশ সে এখানে পালন করে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে জগতের কল্যাণ মানুষের নিজের উৎসাহে সম্ভব। —এখানে ব্যক্তিগত আকাঙ্খা নিরসন উদ্দেশ্য নয়।—উদ্দেশ্য হলো জগতের কল্যাণ। পথ শিশুদের বিদ্যালয় স্থাপন, তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাদ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি যিনি বা যারা পরিচালনা করছেন তাঁরাও একশ্রেণীর মানুষ। তাঁরা এই কাজ করে চলেছেন বহুজনের হিতের জন্য।

বিষয়টা অনেকটা এরকম সে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনে সুশৃঙ্খলভাবে চেয়ার আতা। ঠাকুর, মা স্বামীজী ছবিতে মালা পরালো—অতিথিদের বসানো, অনুষ্ঠান পরিচালনা, শিল্পীদের যত্ন করা, তাদের বাদ্য যন্ত্র গড়িয়ে তুলে দেওয়া, অনুষ্ঠান শেষে চেয়ারগুলি সব তুলে যথাসময় স্থানে রাখা, সব ফুল, মালা ফেলে স্টেজ এবং হল পরিষ্কার করা, সবশেষে হল বন্ধ করে বাড়ি যাওয়া—এই সম্পূর্ণ কাজটি কার নির্দেশে হচ্ছে—তা বোঝা যাচ্ছে না—কিন্তু কোনো একজন সকলের অলক্ষ্যে থেকে এই সম্পূর্ণ কাজটি পরিচালনা করছেন সেটি বোঝা যায়। এখানে ব্যক্তিগত আকাঙ্খা পূরণ নয়। সামাগ্রিক চাহিদা পূরণ এবং সর্বোপরি সামগ্রিক কল্যাণ সাধন হয়ে চলেছে। ভগবান তাঁর নিজের মতো করে, তাঁর দ্বারা সৃষ্ট জীবের জঙ্গল সাধনে কাজ করে চলেছেন, এখানে ব্যক্তিস্বার্থ বড়ো নয়। এখানে সব কাজ আপন ছন্দে হয়ে চলেছে। কোনো ব্যক্তিকে খুশী করার দায়ে ভগবানের নেই। তিনি নিঃ স্বার্থ। তিনি মঙ্গলময়। তিনি সকলের জন্য ছিলেন, আছেন থাকবেন, তাই ব্যক্তিগত আকাঙ্খা ব্যক্তিগত সুখ, ব্যক্তিগত শান্তি লাভের প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে ভগবানের ইচ্ছাকেই একমাত্র কাম্য বলে মনে করা উচিৎ। তিনিই আমাদের আপনার চেয়ে আপন।

—ঃঃ—

# সাধকের ভিতরে চৈতন্য শক্তি সাধককে টেনে নিয়ে চলে ব্রহ্মভারের সন্নিকটে

### মানবেন্দ্র ঠাকুর

সাধন সোপান এবং সাধন মার্গ স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সাধকের সাধনপথ স্বতন্ত্র। একই সাধারণ বাধার মধ্যে থেকেও প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরেই এগিয়ে চলেন। সাধনার প্রস্তুতি ও সাধন পর্ব কেমনভাবে অগ্রসর হবে তার বর্ণনা সুচারু ভাবে বেদ বিজ্ঞানী ও ব্রহ্মজ্ঞানী রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর গবেষণা মূলক গ্রন্থ 'বেদ বিজ্ঞানের গভীরে' , তত্ত্বে, প্রকাশে' নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। সাধনার প্রথম পর্ব 'নির্বাচন বা চয়েশ', দ্বিতীয় পর্ব 'মনন', তৃতীয় পর্বটি 'অনুরাগ' এবং চতুর্থ পর্ব 'সমর্পণ।

'মনন' থেকে অনুরাগ জন্মে। এখন আর অন্য কিছুর প্রতি মনোনিবেশ থাকে না। মনের মূল অভিনিবেশ চলে যায় ইষ্ট—বা ব্রহ্মের প্রতি। মন এমন ব্রহ্মরস বা ভাগবত রসে জারিত হতে চায়। মন ক্রমে ইষ্ট ভগবান বা ব্রহ্ম চিত্তে তদ্‌গত হতে থাকে। মনের মধ্যেই উদয় হয় নতুন ভাব ও নতুন দ্যোতনা। মন এখন তাঁর প্রতি ক্রমে আরও বেশি মাত্রায় অনুরক্ত হয়ে ওঠে। সাধকের এখন অনুরাগের অবস্থা। সাধক এমনভাবে, 'রসে, জ্ঞানে, ধ্যানে সাধক শুধু তাঁরই অভিমুখী হয়ে ওঠে। অনুরাগপর্বটি অতি গোপন। নিবিড় সান্নিধ্যে ব্যক্তি এখন তাঁকেই পেতে চায়। অনুরাগের প্রাবল্যে আন্দোলিত হতে পারেন আমরা শান্ত তন্ময় হয়ে তাঁর ভাবেই তদ্‌গত হয়ে থাকতে পারেন।

অনুরাগ প্রকাশে আসতেও পারে আবার নাও পারে। অনুরাগের চনমনে প্রকাশেই হয় ক্রমশ বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি। যেমন দাস্য ভাব, যা হনুমানজীর ভাব হিসাবে খ্যাত। যেমন বাৎসল্য ভাব- যা মা যশোদার কৃষ্ণ বাৎসল্যে মুর্ত। যেমন মধুর

ভাব—সেটি বৃন্দাবনের মূল ভাব। অনুরাগ ভাবের পাদভূমি। অনুরাগ থেকেই একেকটি ভাবের মুর্চ্ছনা শুরু হয়। ভক্তের হৃদয়ে অনুরাগের জন্ম হলে তো আর কথাই নেই। এখন ভক্তির স্রোতধারা ভক্তকে বয়ে নিয়ে চলে যাবে ভক্তির গহন সমুদ্রে। সেই, স্রোতধারা যেখানে আছে শুধুই তার পানে এগিয়ে চলা। এখন শয়নে, স্বপনে, কর্মে, জাগরণে শুধু তারই ভাবরসে ডুবে থাকা। তাঁর ভাবসমুদ্রের অবগাহনের প্রস্তুতি এই অনুরাগেই শুরু হয়। অনুরাগ হলে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দূরে সরে যায়। অনুরাগ বিচ্ছেদের বীজকেও যেন নষ্ট করে দেয়। এখন শুধু তাঁর মাহাত্মে ডুবে থাকা। তাঁর অবস্থা ও অবস্থান ভাবনা নিয়েই সাধন সব সময়ে ব্যস্ত এবং ভাবনিমজ্জিত থাকেন।

জ্ঞানীর শুষ্ক হৃদয় জ্ঞানীর মত যোগীরাও। জ্ঞানী বা যোগীর অনুরাগ কেমনে হবে? অনুরাগ শুধুমাত্র ভাবে আন্দোলিত হওয়া নয়। জ্ঞানী বা যোগীর অনুরাগ হোল হৃদয় কন্দরে তাঁকে লালন ও ক্রমে তাঁরই প্রতিচ্ছবি অন্তরে অন্তরে সদ্য প্রত্যক্ষ করা। জ্ঞানী জানেন ব্রহ্ম স্বয়ং আত্মারূপে এই তিনিই স্থান কাল পাত্র। তিনি বৃহতে তিনি আবার তিনিই সেই ক্ষুদ্রে। অণুতে তিনি যেমন রয়েছেন পূর্ণ মাত্রায়, তেমনি রয়েছেন মহতে, বরিষ্ঠে, ব্যাপকতায়। তাঁর সান্নিধ্যেই আমরা সতত রয়েছি। এমন কোন ক্ষণ নাই যখন তাঁর সান্নিধ্য হয় না, এমন কোন স্থান নেই যেখানে তাঁর সান্নিধ্য মেলে না, এমন কোন অবস্থাও নেই যখন তিনি ধরা দেন, তখনই তংার ভাবসান্নিধ্যে চলে আসেন ব্যক্তি, জ্ঞানী অন্তঃসলিলার মত প্রবাহিত হতে থাকে অনুরাগের স্রোত। অনুরাগ পর্বটি-স্থায়িত্ব নির্ভর করে উপলব্ধির সারল্য ও গাঢ়তার উপর। উপলব্ধি যতই গাঢ় হতে শুরু করে ততই অনুরাগের অগ্নি হত প্রখরতর, তীব্রতর, উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। অনুরাগই এখন হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যায় ব্যক্তিকে তাঁর উদ্দিষ্ট সাধন পথে। অনুরাগটি যেন প্রাণবন্ত একটি শক্তি হিসেবেই কাজ করে। বক্তিকে তাঁর উদ্দিষ্ট সাধন পথে আরও বেশি মাত্রায় এগিয়ে পড়ার প্রেরণাটি আগে। যেন তাঁকে মা ভেবে আজ একটিও চলছে না। এই একটু সময় মিলেছে কাজের ফাঁকে; এখনই তাঁকে না ভেবে এখনই তাঁকে ডাকি — যেন তাঁকে না ডাকলে সবই পণ্ড। তাঁকে অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রয়াস। সেই তিনি নিরঞ্জন, নিরাকার, নির্বিশেষ হিসেবে যেন রূপহীন অস্তিত্ব হয়ে জ্ঞানীর নিকট তত্ত্বত ধরা দিচ্ছেন। অথবা যোগীর সমাহিত চিত্ত-অবস্থায় তিনি যোগসম্লাতরূপে ভাস্কর হয়ে উঠছে না।

অনুরাগের আকুতি, আবেগ ও প্রকাশ এখন ভিন্নতর। ভক্তের ক্ষেত্রে যেমনটি ছিল। এখানে তা নয়। অনুরাগ এখন বহুবিধ। প্রথমত মার্গের সাধন ধারার গভীরতম অংশে প্রবেশের তীব্র আকর্ষণ এখন ফুটে ওঠে। অনুরাগের পরশ সেখানেতে লাগে। ফলে সাধক এখন তাঁর সাধনায় নিমজ্জিত থাকার ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতা দেখান না। তিনি সাধন সাগরেই যেন ঝাঁপ দেন। সাধন সাগরে গভীর গোপন তলদেশের প্রতি এক মূর্ত ও অনন্য আকর্ষণে সাধক ছুটে এলেন। সাধকের এমন অনন্য অবস্থা। ব্রহ্ম ভাবনা, ব্রহ্ম সাধনা ছাড়া তিনি আর কীই বা করবেন? তাঁর করণীয় আর কী বা রয়েছে। তিনি যেন মন্ত্র চালিতের মতই ধ্যানে, সাধনে, আর কী বা রয়েছে। তিনি যেন যন্ত্রচালিতের মতই ধ্যানে, সাধনে, ডুবে যান। সাধক এখন জীবনের অন্য সব অঙ্গনের তাৎপর্য খুঁজে পান শুধুমাত্র তাঁর সাধনে। এক তীব্র চান যেন সাধনকে টেনে নিয়ে চলে ব্রহ্মভাবের সন্নিকটে। সাধকের ভিতরে চৈতন্য শক্তি এখন সাধন সমন্বয়ে ব্রতী।

সাধন সমরটি ছিল শুরুতে। প্রবৃত্তি, স্বভাব, চারিত্রিক গুণাবলী, আন্তর ও বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম দিয়েই যাত্রার শুরু। এখন অনুরাগের আবেশে সংগ্রামটি রূপান্তরিত হয়ে ওঠে সাধন সমন্বয়ে। তাঁর প্রতি পরম অনুরাগেই তার দিকে মুখ ফেরান; তাঁকে একমাত্র করে তোলা, ধ্যানে, জ্ঞানে। ব্রহ্মের শাশ্বত-অস্তিত্ব এখন সাধককে যেন শুধুমাত্র আচ্ছন্ন করে রেখেছেন তাই নয়, যেন চৈতন্যে ব্রত নয়, ব্রহ্মের অস্তিত্ব রয়েছে বলেই জগৎ আলাদা করে সাধকের গ্রাহ্য। তিনি সব হয়েছেন, সবেরই মধ্যে রয়েছেন, তাই তাঁর প্রতি অনন্য অনুরাগবশতই সাধক এখন শুধুমাত্র তাঁরই ধ্যানে সদা নিয়োজিত। সাধক এখন সমর্পনের জন্য প্রস্তুত।

অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার লীলা সবটাতেই এমন একটা বিশেষত্ব আছে। যেটা অন্য অবতারে পাওয়া যায় না। এ যুগের অবতার রামকৃষ্ণ যেমন রঙের গামলার মতো বিভিন্ন রঙধারী, তেমনিই তাঁর সাধনা, সিদ্ধি, গুরুকুল, শিষ্য, শিষ্যা ও তাঁর ভাব প্রচারক, ধারক ও বাহকরাও আগের জন্মে নানান অবতারের সঙ্গিরূপে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছেন। এইটাই এ রামকৃষ্ণ রঙের গামলার অদ্ভুত মহিমা। এই পর্যন্ত, সাক্ষাৎ ব্রহ্মাশক্তি মা সারদা, নির্বিকল্প সমাধি নিষ্ঠ, অখণ্ডের ঘর ঘোর অদ্বৈতবাদী স্বামী বিবেকানন্দ এবং সাকার সমাধিনিষ্ঠ, যুগে যুগে শ্রীভগবানের খেলার (লীলার) সঙ্গী, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এই রঙের গামলায় পেলাম। এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমস্ত সন্ন্যাসী, গৃহী সন্তান শিষ্য শিষ্যাদের পূর্বজন্মে এক এক অবতারের এক এক ভাবের বিভিন্নরূপে এই রামকৃষ্ণ রঙের গামলায় আমরা দেখতে পাবো। তাঁদের বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে", 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতে', রামকৃষ্ণ পুঁথিতে', শ্রীশ্রীমায়ের কথায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকায় এবং বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রথমে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী শিষ্যদের সম্পর্কে সংক্ষেপে বলব। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। স্বামী নিরঞ্জনানন্দের বিষয়ে ঠাকুর বলতেন—"আলেখ নিরঞ্জন! নিরঞ্জন! আয়বাপ, খারে, নেরে, কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করব। তুই আমার জন্য দেহধারণ করে নবরূপে এসেছিস"। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ শিশুকালে সব সময় তীর ধনুক নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং তীর ধনুক নিয়ে খেলাধূলা করতেন—'শ্রীরামচন্দের অংশ'। এই নিরঞ্জনানন্দই সর্বপ্রথম শ্রীশ্রী মা সারদাকে ভক্ত মণ্ডলীর সামনে সাক্ষাৎ জগদম্বারূপে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গলার অসুখের সময় কাশীপুরে তাঁর দ্বাররক্ষক হিসেবে ছিলেন এবং সে কর্তব্য তিনি অতি যোগ্যতার সঙ্গে পালক করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও যখন অসুস্থ, তখনও তিনি স্বামীজীর গৃহের দ্বার রক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। তাই সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের অংশ নিরঞ্জনানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরকোটি সন্ন্যাসী শিষ্য।

স্বামী যোগানন্দজী ও (যোগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী)—ঠাকুরের নির্দিষ্ট আর এক ঈশ্বরকোটি। ঈশ্বর কোটির অর্থ হচ্ছে এঁরা ভগবানের একটি অঙ্গস্বরূপ; যুগে যুগে অবতারের ধর্ম স্থাপনার কাছে সাহায্যের জন্য দেহধারণ করে আসেন। ইনি শ্রীশ্রীমা সারদার অত্যন্ত অনুগত মন্ত্রশিষ্য, মার সেবক। মা যোগানন্দ স্বামী সম্পর্কে বলতেন, 'শ্রীশ্রী ঠাকুরের কথায়, যোগেন জন্মে কৃষ্ণসখা অর্জন ছিলেন। যোগীন মহারাজের সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—আমাদের ভেতর যদি সর্বতোড়াবে কেউ কামর্জিত মাকে, তো সে যোগীন। এই ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ গামলায়, শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জুন যোগানন্দরূপে প্রকাশ পেলেন। স্বামী প্রেমানন্দজী (আঁটপুরের বাবুরাম ঘোষ) শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক ঈশ্বরকোটি সন্ন্যাসী শিষ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর বাবুরামকে প্রথম দর্শনেই চিনতে পেরে ছিলেন যে— হৈ সেই চালক যাকে শ্রীশ্রীজগদম্বা নির্দেশ করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরকোটি অন্তরঙ্গ শিষ্য বলে। স্বামী সৎপ্রভানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও রঙের গামলা' থেকে গৃহীত।

জয়মা-জয়মা-জয়মা

—ঃঃ—

# আনন্দধারা

## পার্থ সুন্দর ঘোষ

মনের চাহিদা অপরিসীম। একটা চাহিদা শেষ হল অপর অন্য একটি চাহিদা তার জায়গা দখল করে। তখন পরবর্তী চাহিদা পূরণের লক্ষে মন সক্রিয় হয়। প্রতিটি চাহিদা পূরণেই ক্ষণিক আনন্দ, লক্ষ করা যায় এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী এবং পরবর্তী চাহিদা পূরণ হলেই আবার এ ক্ষণিকের আনন্দলাভ করা হয়। অর্থাৎ চাহিদার কেন্দ্রবিন্দুতে আজ ক্ষণিকের আনন্দলাভ করবার হাতছানি। সম্পদের অধিকারী হলে কিছু জাগতিক চাহিদার পূরণ হয় কিন্তু সাম্যক আনন্দলাভ হতে পারে না। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বহু সম্পদের অবিচারী হয়েও মন বিষাদগ্রস্থ।

ছাত্রাবস্থায় অধ্যায়নের উদ্দেশ্যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং আনন্দলাভ করা। উদ্যোগপতি ব্যবসা করছে বনসম্পত্তি লাভ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য এবং আনন্দলাভের জন্য। অর্থাৎ যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন অন্তিম লক্ষ আনন্দলাভ। কেউ দুঃখ নিতে চায় না। ধরা যাক কোন ব্যক্তি তার প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং দুঃখ দুটোই দাম করতে চান। দেখা গেল তার ধনসম্পদ গ্রহণে ইচ্ছুক অনেকেই কিন্তু দুঃখ কেউ গ্রহণ করতে চাইছে না। অর্থাৎ প্রতিটি কর্মের ফল হিসাবে আনন্দই ইপ্সিত।

শ্রীভগবানের কৃপায় মনের পথ ভগবানলাভের আশায় আলোকিত হলে ভগবতি আনন্দলাভ করবার বাসনা বাস্তবায়িত হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা। যে কোন অবস্থায় অটল বিশ্বাসের প্রয়োজন। ভগবানকে বরণ করেই জীবন চলবে। কলিযুগে মিথ্যার প্রতিশ্রুতিতে ভরা কাঁটাপথ পেরিয়ে সত্যের পথে থাকতে হবে। প্রয়োজন সাধুসঙ্গ। ভগবানের কৃপায় তা হয়েও যায়। তাইতো তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে যেতে হয়। তাঁকে একবার সন্তুষ্ট করতে পারলে। তাঁর কৃপার পরশ পেলে, ঐ অভিষ্ট ভগবতি আনন্দ উপলব্ধি করা যায়। তাঁর প্রতি অটল বিশ্বাস এবং অগাধ ভালবাসা, তাঁর স্মরণ মনন, তাঁর নাম গান। ভজন জপন, এতেই তিনি সন্তুষ্ট। তাইতো মনটিকে উপযোগী করতে হবে। যেমন কৃষক চাষ করবার আগে জমিটিকে কর্ষণ করে ফলনের উপযোগী করে তোলে। তেমনি আমাদের মনটিকে ভগবতী প্রেমরসে ডুবিয়ে সংপৃক্ত করতে হবে এবং ভাগবতী প্রেমের উপযোগী করে তুলতে হবে।

রামপ্রসাদ একটি গান আছে—

মনরে কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।
কালী নামে দাওরে বেড়া
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর * শক্ত বেড়া (*মুক্তকেশীর)
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না।।

করুণাময়ী শ্রীশ্রী জগন্মাতা সন্তানদিগের প্রতি সর্বদা কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন। সন্তান যতই দুষ্টমি করুক না কেন, সন্তান কান্নাকাটি করলে মা কোলে না তুলে পারেন না, করুণাময়ী মায়ের কাছে প্রার্থনা এই কৃপাদৃষ্টি সকলের মাঝে ছড়িয়ে দাও। সকলের মঙ্গল হোক। ভগবানের জগতে জাগতিক মায়া বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে, সত্যের পথে ভগবান লাভের পথে থাকলে, ভগবতী আনন্দলাভ করা যেতে পারে। এই সত্যটি সবার মনে উদিত হোক। আমরা ভগবত পথে থাকি এবং আনন্দধারায় স্নাত হই।

জয় মা জয় মা জয় মা

—ঃঃ—

# সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র

## পার্থসারথি বসু

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল কর্মব্যস্ততার মধ্যে নেতাজীকে থাকতে হয়েছে। প্রতিদিন তাঁকে ২১ ঘণ্টা আনুমানিক পরিশ্রম করতে হোত। ৩ ঘণ্টার বেশী তিনি ঘুমাতে পারতেন না, দিনের পর দিন অকল্পনীয় পরিশ্রম করে পেতেন। দৈব শক্তির সাহায্য ছাড়া এ ধরনের পরিশ্রম করা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন কোন দিন ১ ঘণ্টাও তিনি বিশ্রাম পেতেন না। স্বামী ভাস্করানন্দজী লিখছেন, "সেখানে সমুদ্রতীরেই একটি প্রসাদোতম বাড়ীতে (Mayer's Mansion) তিনি তাহার বাসস্থান ঠিক করলেন। এই বাড়ী সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা সর্বদা রক্ষিত থাকিত, সুভাষবাবুর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বাড়ীতে প্রবেশাধিকার সর্বসাধারণের ছিল না। সুভাষবাবুর প্রাণের জন্য জাপানীরা তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন। তাঁহার যাতায়াতের সময় সুবৃহৎ মটর গাড়ী এবং তৎসঙ্গে সশস্ত্র গার্ড থাকিত, একখানা এরোপ্লেন তাঁহার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। তিনি যখনই চাইতেন একখানা পাইলট সহ তৎক্ষণাত পাইতেন।

যেদিন হইতে রাসবিহারীবাবু সুভাষবাবুর উপর কার্যভার অর্পণ করিলেন, সেই দিন হইতে তিনি অতি একাগ্রতার সহিত কাজ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সহকর্মীদের নিকট শুনিয়াছি তিনি রাত্রিতে ৩ ঘণ্টার বেশী নিদ্রা যাইতেন না, সারাদিন কর্মব্যস্ততার কাটিয়া যাইত।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে একজন অসাধারণ উচ্চমার্গের মহাপুরুষ ছিলেন তাঁর দৈনন্দিন কার্য পদ্ধতির মধ্যেই প্রকাশ পেত। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে নেতাজীর মত মানুষের বিচার করা আর সূচের মধ্যে দিয়ে হাতীকে প্রবেশ করান একই ব্যাপার। রাজনীতির তীব্র সংঘাত এবং কোলাহলের মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝেই ধ্যানের গভীরে চলে যেতেন তার অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছি এবং তা বহুবার উল্লেখ করেছি, তিনি যেন ছিলেন "পরশপাথর"। তাঁর স্পর্শে লোহা হয়ে যেত সোনা।

স্বামী ভাস্করানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের মত একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী। নেতাজীর সান্নিধ্যে এসে এই মান্যবর সন্ন্যাসী সুভাষচন্দ্রের গুণমুগ্ধ হয়ে যান, উদ্বোধনে বহু বৎসর পূর্বে প্রকাশিত তাঁর এই প্রবন্ধ সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পর্বের এক ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল যা নেতাজীর মত একজন মহান পুরুষকে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের সাহায্য করবে। ভাস্করানন্দজী লিখছেন, " ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের (Indian Independence Leage) অধিনায়ক হইয়াই সুভাষবাবু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সময়ের সঙ্কীর্ণতার বশতঃ তিনি সব কাজই বিদ্যুদ্‌বেগে চালাইতে লাগিলেন প্রথমত তিনি দেখিলেন যে সংগ্রাম চালাইতে হইলে একটা সামরিক শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করা দরকার। এই শাসনতন্ত্রের অধীনে থাকিবে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী, জাপানীদের হাতে কারারুদ্ধ প্রায় ৪০/৫০ হাজার ভারতীয় সৈন্য ছিল। জাপানী শাসনকর্তারা সুভাষবাবুকে এই সৈন্য ব্যবহারের অনুমতি দিলেন এই শর্তে যে স্বেচ্ছায় যাহারা সুভাষবাবুর কাজে যোগদান করিতে চায় তিনি তাহাদিগকে লইয়াই সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে

পারেন, নচেৎ কাহাকে' বলপূর্বক তিনি লইতে পারিবেন না। এই শর্তানুযায়ী তিনি কয়েকজন অফিসারকে লইয়া এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় সুভাষবাবু তাহার ফৌজ গঠনের উদ্দেশ্য ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসীর কর্তব্য কি তাহা বিষদভাবে ব্যক্ত করিলেন। দেশসেবায় অনুপ্রাণীত হইয়া প্রথমতঃ কয়েকজন অফিসার তাঁহাকে কাজে যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু যাঁহারা বৃটিশ বিজায় পেনশনের অবলা করিতে ছিলেন এবং জাপানীদের কার্যে সন্দিহান ছিলেন তাঁহাকে সুভাষবাবুর কাজে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না, এই খবর সমস্ত কারারুদ্ধ সৈন্যের ভিতর প্রচারিত হইয়া গেল। প্রচারের ফলে প্রায় ১৫০০০ হাজার সৈন্য সুভাষবাবুর দলভুক্ত হইল। তিনি এই সৈন্য লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্ব্যাতীত পূর্ব এশিয়ার—প্রবাসী সমস্ত ভারতীয়রাই সুভাষবাবুর দলে যোগদান করিলেন। এমনকি দাক্ষিণাত্যের কুলি-সম্প্রদায় যাহারা মালায় রবারের বাগানে কাজ করিত, তাহারাও উৎসাহের সহিত তাঁহার দলভুক্ত হইল। সৈন্য-সংগ্রহের কাজে আশাতীত উৎসাহের সহিত তাঁহার দলভুক্ত হইল। সৈন্য-সংগ্রহের কাজে আশাতীত ফল হইতেছে দেখিয়া তিনি সৈন্যদলকে একটা শাসনতন্ত্রের অধীন করিয়া সুগঠিত সৈন্য-বাহিনীত পরিণত করিতে মনস্থ করিলেন। এই শাসনতন্ত্রের নাম দেওয়া হইয়াছিল"আজাদ হিন্দ আর্জি হুকুমত। Provinsional Govenment of India। এই হুকুমত প্রতিদান উপলক্ষে এক বিরাট জনসভায় আয়োজন হয়। এই সময় একটি ঘটনা ঘটে যাহা প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট চির স্মরণীয় হয়ে থাকিবে। যথাসময়ে সুভাষবাবু ঠিক সময়ে জনৈক জাপানী প্রতিনিধির সহিত সভামঞ্চে আরোহন করিলেন, ২২ জন মন্ত্রীও যথাস্থানে উপবিষ্ঠ হইলেন। প্রথমত সুভাষবাবু দাঁড়াইয়া নুতন শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য সবিস্তারে জানাইলেন। তৎপর তিনি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠা মাত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

" In the name of the Lord we promise to-day to be loyal to provinsional Government of Free India and we shall & remain so till our mother land is frced from foreign domination..." ইহা বাড়িতে আরম্ভ করিয়া— "In the name of the Lord". এই কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ ধরিয়া কোন বাক্য স্ফুরণ হইল না। শ্রোতৃবর্গ অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, পরে দেখা গেল তাহার নয়নাশ্রু (চোখের জল) নির্গত হইতেছে, ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিলেও হয়ত ভবিষ্যতের গুরু দায়িত্বে চিন্তায় অভিভূত হইয়া কিংবা কোন অতীত ঘটনার স্মৃতিতে তাঁহার ঐরূপভাব হইয়াছে। আশ্চর্য এই যে, শ্রোতৃগণ সহানুভূতি সূচক অশ্রুধারা সংবরণ করিতে পারিলেন। কয়েক মিনিট পরে সুভাষবাবু একখানা রুমালে চোখ মুছিয়া পুনরায় ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র পড়িলেন এবং ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠান্তে তাঁহার সহিত করমর্দন করিবার সুযোগ পাইয়া অতীত আনন্দিত হইলেন। সুভাষবাবু সর্বশেষে শ্রোতৃবর্গকে বলিলেন "আজ হইতে প্রত্যেক ভারতবাসী যেন মনে রাখেন তিনি স্বাধীন। তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারে যেন হইাই প্রতিপন্ন হয় যে তিনি এক স্বাধীন ভারবাসী। সকলেই এই এই আজাদ হিন্দ হুকুমতের সদস্য হইয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান পূর্বক আপন কর্তব্য পালন করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন।"

উপরোক্ত নবপ্রণীত শাসনতন্ত্রের নেতা হিসাবে সুভাষবাবু নেতাজী বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে "জয়হিন্দ" ভারতবাসীদের অভ্যর্থনাসূচক বাণী হইল, "দিল্লী চলো" (On to Delhi) হইল সৈন্যদের জয়ধ্বনি। "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" "নেতাজী কী জয়" ধ্বনিতে মালয়ের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। এই সভা হইতে বহির্গত হইয়া জনমণ্ডলী পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন" এ কি প্রহেলিকা! কোন এক অপূর্ব ঐশীশক্তি নেতাজীর ভিতর দিয়া খেলা করিতেছে। আমাদেরও উচিত এই অভিযানে যোগদান করিয়া নিজেকে ধন্য করা।" (উদ্বোধন)

স্বামী ভাস্করানন্দ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখছেন যে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা মনে করতেন নেতাজীর উপর এক বিরাট ঐশ্বরীক শক্তি কাজ করছে। তাঁরা সমস্ত পার্থিব সুখ বিসর্জন দিয়ে এক দিব্যশক্তি প্রেরণায় নেতাজীর কাছে তাঁদের ধন-জন-জীবন-সমর্পণ করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনার দুর্লভ। নেতাজীর মধ্যে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন যেন ভারতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার পুনরায় মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে আসুরীক শক্তির হাত থেকে ভারত আত্মার মুক্তিদান।

নেতাজী সমাধিকে আজীবন সাধনার দ্বারা করায়ত্ত করেছিলেন স্বামী ভস্করানন্দের উপরে লিখিত বিবরণ তার প্রমাণ। বাংলার প্রখ্যাত কবি মোহিতলাল মজুমদার নেতাজীর দেবত্ব সমন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র কেবল যুদ্ধ-নায়ক নহেন, তিনি আরও অনেক বড়— নিজে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া এই জাতির মৃত্যুভয়হারী; বীর্য বলে গড়ুরের মত স্বর্গ হইতে স্বাধীনতার অমৃত সোম হরণ করা যায়— তিনি সেই বীর্যের অবতার। সেই বীর্যও সেই অমৃত তিনি আপনার বক্ষ হইতে সমগ্র জাতির বক্ষে সঞ্চালিত করিয়াছেন। তিনি বিবেকানন্দেরই উত্তর সাধক" —জয়তু নেতাজী।

কবি মোহিতলাল একজন মহান কবি। তিনি কখনও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেননি, সুভাষচন্দ্র বা গান্ধীজী কোন গোষ্ঠীর সাথেই তাঁর কোন সক্রিয় সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্ব, নেতাজীকে অন্যায়ভাবে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার, নেতাজীর দেশত্যাগ এবং পূর্ব এশিয়ার নেতাজীর অভুতপূর্ব সংগ্রাম এবং অমর দেশপ্রেম কবিকে বিস্ময় বিহুল করে ছিল। কবি দেখেছেন তথাকথিত দেশপ্রেমিক নেতাদের সুভাষচন্দ্রের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ, দেখেছেন গান্ধীপন্থীদের নির্লজ্জ ইংরেজ তোষণ এবং সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন সংগ্রাম তিনি দধিচীর মত এই তরুণ তাপস নিজেকে নিঃশেষে বলিদান করে নীলকণ্ঠ হয়ে দেবমহিমায় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে তাঁর মহান মাতৃভূমির সেবা করে গেছেন।

মোহিতলাল মজুমদার নেতাজীকে শুধুমাত্র একজন নির্ভীক মহান সংগ্রামী দেশনায়ক জানতেন না। তিনি সুভাষচন্দ্রকে মনে করতেন একজন যোগীপুরুষ। স্বামী ভাস্করানন্দের লেখা থেকে সে ঘটনার উল্লেখ করেছি আজাদ-হিন্দ বাহিনীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কবি মোহিতলাল লিখছেন, "আমি সুভাষ চরিত্রের যে লক্ষণগুলি উল্লেখ করিয়াছি তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত পুরুষ-চরিত্রের লক্ষণ, অর্থাৎ মানুষ সুভাষের পরিচয় তাহাতে আছে, তাঁহার প্রতিভা ও মনীষা, অপূর্ব দক্ষতা বা উপায়-কুশলতা রাজনীতি জ্ঞান কর্ম্মে ক্লান্তিহীনতা, বাস্তববুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি এবং সর্বোপরি অজ্ঞেয় আত্মবিশ্বাস ও অকুতোভয় এ সকল গুণের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সমগ্র গুণাবলী একত্র করিয়া সুভাষচন্দ্রের দিকে চাহিলে মনে হয় না কি যে, মানব-চরিত্রের উহা একটি অভিনব পূর্ণ প্রকাশ বটে?

সকল কীর্ত্তিকে, সকল জয়-পরাজয়কে মানব-ভাগ্যের সকল ঘটন-অঘটনাকে অতিক্রম করিয়া, উহা যেন স্ব-মহিমায় বিরাজ করিতেছে। কুরুক্ষেত্রের পার্থ ও পার্থসারথি, বুদ্ধ ও চৈতন্য সকলেই যেন উহার সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছে-প্রণত কোন একজন নয়, সকলেরই কিছু-কিছু যেন একটি সূত্রে 'মনিগণাইব' পাশাপাশি মিলিয়া দীপ্তি পাইতেছে। কিন্তু সেই সূত্র কি? এই সকল গুণ কোন একটি গুণকে আশ্রয় করিয়া আছে? যে তাঁহার অতুলনীয়, অপরিমেয় দেশ-প্রেম," "জয়তু নেতাজী"।

মোহিতলাল মজুমদার সুভাষচন্দ্রের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর রথে অর্জুন, ভগবান বুদ্ধ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্মিলিত বহুগুণের পুঞ্জিভুত এক অনন্যসাধারণ ঈশ্বরীকে পুরুষের আধার। বিমোহিত মোহিতলাল আজাদ-হিন্দ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নেতাজীর ধ্যানমগ্ন সমাধির সেই দুর্লভ অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি বিবরণ দিতে গিয়ে লিখছেন,—আমি সুভাষচন্দ্রের সেই এক মূর্তি অহরহ আমার মানস-চক্ষে দেখিতেছি। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক, যোদ্ধাবেশ পরিহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরের প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ও সমবেত জনসমুদ্রেই মহ্ননে দণ্ডায়মান, সে রূপ দেব-সেনানী তরবারি স্কন্দের রূপই বটে। হ্যানিবল, সীজার, আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়ানকে কি ঐরূপ উপলক্ষ্য সেই শপথ-পত্র পাঠ করিতেছেন, সেনাগণ তাহাদের অভ্যস্ত সামরিক আচার রক্ষা করিবার জন্য আবেগ রুদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া আছে, কিন্তু উদ্বেল জনসমুদ্র স্থির থাকিতে পারিতেছেন না— উন্মাদনার ঝনিকাঠেলে আন্দোলিত হইতেছে। এমন সময়ে মঞ্চের উপর নেতাজীর এ কোন মুর্তি। শপথ-বাণীর একস্থানে আসিয়া তাই পাঠকালে হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, তারপর দেহে আর স্পন্দন নাই, চক্ষু তারকা অপলক, সর্বপরীর পাথরের মত কঠিন হইয়া গেছে। একেবারে সমাধি? যোদ্ধবেশ পরিহিত মুক্তি, সম্মুখে বিরাট সৈন্য-প্রদর্শনী, -তাঁহার মধ্যে একি ভাবাবস্থা। দেশের চল্লিশ কোটি নর-নারীর দাসত্বমোচন, তাহাদের সেই দুর্বিসহ দারিদ্র্য ও অসীম দুর্গতি স্মরণমাত্রে সারা প্রাণে বেদনার বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হইল, সেই চল্লিশকোটির বেদনা একটি মানুষের দেহে নিমিষে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল— সেই পুঞ্জীভূত বেদনার বিরাট স্পন্দন সারাদেহ নিষ্পন্দ হইয়া গেল, কিন্তু এমন সমাধি আর কাহারও হইতে শুনি নাই। প্রায় বিশ মিনিট বা অর্দ্ধঘণ্টা ব্যাপিয়া তেমনই অবস্থা—দেহ নিস্পন্দ, চক্ষু পলকহীন, শেষে সেই দেহ স্পর্শ করিলে পর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। আমি সেই মহাপ্রেমের সেই সমাধি-নেতাজীর সেই মূর্তি আমার মানস নেত্রে অহরহ দেখিতেছি।" (জয়তু নেতাজী) পৃঃ ৯০-৯১

যোগীরা যাকে সমাধি বলেন যা পেলে সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি হয়, নেতাজীর কাছে সেটা যেন ছিল সহজলভ্য, সাধারণ মানুষ যখন কোন মহাত্মার সান্নিধ্যে আসে তখন সেই মহাজীবনের ভিতর প্রবল ঐশী শক্তি ক্রিয়া করে তার প্রভাবে সাধারণেরা যেন অসাধারণ হয়ে উঠে। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সেনারাও সেদিন নেতাজীর সংস্পর্শে এসে মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়েও শৌর্য-বীর্যের সোনার অক্ষরে লিখে রেখে গেছেন।

তাঁদের অসীম সাহস অতুলনীয় দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের উৎস নেতাজী। সুভাষচন্দ্র সময়ে মোহিতলাল অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করে লিখেছেন, " এ মানুষ কি শুধু নেতাজী"? এ যে মানবাত্মার এক নবতম পরিচয়। ভারতভূমি ভিন্ন আর কোন দেশে

এহেন রূপ কখনও সম্ভব হইত না। আজাদ-হিন্দ-সেনার প্রত্যেক নর-নারী এই রূপ দেখিয়াছে, দেখিয়া "যুক্ত" হইয়া নিয়াছে। নাহিলে তাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারিত না, নিশ্চিন্ত পরাজয়কে জয়ে পরিণত করিবার এমন বিশ্বাস হৃদয় মধ্যে লাভ করিত না, এবং অতিশয় দুরধিগম্য স্থানে প্রবেশ করিয়া যুবা ও বালক-নির্ব্বিশেষে, তাহাদের পীড়িত উপবাসাক্লিষ্ট দেশের শেষ রক্ত বিন্দু ও ও শেষ নিঃশ্বাস, কেবল নেতাজী নাম উচ্চারণ করিয়া এমন হাসিমুখে উৎসর্গ করিতে পারিত না। যে পুরুষকে তাহারা "নেতাজী" নাম দিয়াছিল, সে পুরুষ সকল নামের অতীত; সে প্রেমকে কেবল হৃদয়ে অনুভব করা যায়। মুখে উচ্চারণ করা যায় না। তথাপি ঐ নামই তাহার হইয়াছে এই নামের গুণেই শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইতেছে—এ নামই এক মহাশক্তি মন্ত্রের সমান হইয়া উঠিয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, ঐ নাম ভারতের মুক্তিদাতা এক মহাশক্তি-সাধকের নাম, প্রেমের এক অপূর্বশক্তি ঐ পুরুষের রূপে মূর্তি-ধারণ করিয়াছিল। সেই শক্তি অমর, তাহার মৃত্যু নাই—তাই পরাজয়ও নাই, তাই কোনকালে কোন অবস্থায় 'জয়তু নেতাজী' বলিতে কোন ভারত-সন্তানদের কিছুমাত্র বাধিবে না।"

"জয়তু নেতাজী" - পৃ- ৯১

কবি মোহিতলাল নেতাজীর যে অসাধারণ ছবি তার অপূর্ব লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তা সম্পূর্ণ বাস্তব। নেতাজীর আহ্বানে যে ভাবে নারী-পুরুষ-বালক বালিকা অকাতরে ভারতবর্ষের মুক্তি সাধনায় রক্ত বিসর্জন দিয়েছেন ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়রা নেতাজীকে স্বয়ং ঈশ্বরের দূত হিসাবেই দেখতেন, তাই প্রাণদানের জন্য যে প্রতিযোগীতা সুরু হয়ে বিজয় বলি। মৃত্যু যে তাঁদের কাজে খেলার সঙ্গী।

তীব্র রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার মধ্যে সারাজীবন সুভাষচন্দ্র সাধনার কোনদিন বিচ্যুত হননি, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়ে তাঁর সাধনা পংক্তি লাভ করে সিদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল।

আগেই লিখেছি সিংহের শক্তি একমাত্র সিংহই উপলব্ধি করতে পারে। স্বামী ভাস্করানন্দ একজন মঠস্থিত সাধু ছিলেন, নেতাজীর সান্নিধ্যে তাঁর আসবার সুযোগ হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। নেতাজীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। নেতাজী যে ঐশী শক্তির আধার ছিলেন স্বামী ভাস্করানন্দ সে কথা বার বার উল্লেখ করেছেন তাঁর লেখা প্রবন্ধে উদ্বোধন পত্রিকায়, স্বপ্ন সময়ের মধ্যে যেভাবে নেতাজীর কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠেছিল তাতে ভাস্করানন্দজী মহারাজ নেতাজীর দৈবশক্তির প্রকাশ দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "এইরূপে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি হইল, এখন সুভাষবাবুর নিকট সমস্যা দাড়াইল এই বাহিনীর আবশ্যকীয় পোষাক খাদ্য ও হাতিয়ার প্রভৃতি সংগ্রহ করা। স্বেচ্ছাসেবক সহ সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার পরিণত হইয়াছিল। এই সৈন্যের জন্য বন্দুক গোলাগুলি, Armoured cars, Tarps, Anti-aircraft guns, Bombers এবং Fighters অনেক পরিমাণে জাপানীদের সহায়তায় সংগ্রহ হইয়া গেল। পোষাকও যোগাড় হইল, কিন্তু অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষ ও খাদ্য সরবরাহের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন, এই অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি প্রায়ই বিরাট সভার আয়োজন করিতেন। এই সকল সভ্যকে ভারতীয় আবালবৃদ্ধবনিতার উপস্থিতি অনিবার্য ছিল, সভায় তিনি কখনও প্রায় দেড় ঘণ্টা কখনও দুই ঘণ্টার অধিককাল অনর্গল বক্তৃতা করিতেন।"(উদ্বোধন)

ভাস্করানন্দজী স্পষ্টই লিখেছেন নেতাজীর মধ্যে ঐশী শক্তির জাগরণ হয়েছিল যা দেখে প্রবাসী ভারতীয়রা সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা যেন দেখছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের মধ্যে দুষ্টুর হাত থেকে উদ্ধারের জন্য পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের এই অনুভূতি বা দর্শন যে বাস্তব সত্য তাঁদের উৎসর্গীকৃত প্রাণের আকুতিতেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভাস্করানন্দ মহারাজ লিখছেন, "একবার লোনানের এক ময়দানে মালয়প্রবাসী ভারতীয়গণের বিরাট সমাবেশ হয়। ঐ সভায় শতাধিক মাল্যদ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। সভায় বক্তৃতান্তে সুভাষবাবু ঐ মালা বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে অনেকেই এক একটি মালার জন্য একলক্ষ ডলারও দিয়াছিলেন।

কয়েকমাসের মধ্যেই প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল এবং আজাদ-হিন্দ-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল। সংগৃহীত অর্থের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ, পোষাক, পরিচ্ছদ ও ঔষুধাদির ব্যবস্তা হইতে লাগিল, শিক্ষিত সৈন্য দলের কুচকাওয়াজ দেখিয়া সর্বসাধারণ বিস্মিত হইলেন।

এই সময়ে সর্বসাধারণকে দেখাইবার জন্য নেতাজী একটি সৈনিক প্রদর্শনার (Military Demomestration) আরোপিত করিয়াছিলেন। লোনানের (সিঙ্গাপুর) মিউনিসিপাল ভবনের বিস্তীর্ণ ময়দানে এই প্রদর্শনী হয়। এক বিরাট Mechanised Army

,সম্মুখে রাখিয়া নেতাজীর বক্তৃতা মঞ্চ হইতে প্রায় একঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিলেন। তিনি পদাতিক সৈন্যদলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, " আশাকরি তোমরা আদেশ পাওয়া মাত্র শত্রুর উন্মুখিন হইতে তিলমাত্র দ্বিধা না করিয়া সমরাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তোমরা এই মুহূর্তে আমাকে অনুসরণ করিতে তৈরী আছ কি?" নেতাজীর মুখ হইতে এই কথা কয়টি বাহির হওয়া মাত্র শত শত বন্দুকধারী পদাতিক মঞ্চে দণ্ডায়মান নেতাজীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই দেখিবে নেতাজী তাঁহার ডান হাতখানা উত্তোলক করিয়া প্রায় ১০ মিনিটকাল জনতার মনে এক প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্তব্ধীভূত দর্শকবৃন্দ নির্বাক হইয়া যেন তাঁহার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়া সৈন্যদল ও জনতা যথাস্থানে উপবেশন করিলে সৈন্যবাহিনী নানাপ্রকার কলাকৌশল দেখাইয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল। নেতাজীও তৎপরে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ শোতৃবৃন্দ তাঁহাদের নেতার অলৌকিক ব্যক্তিত্বের কথা বলাবলি করিতে করিতে ফিরিতে লাগিলেন। সেইদিন হইতেই যেন সকলে স্থির করিল যেমন করিয়াই হউক নেতাজীর পদানুসরণ করিতে হইবে, তাহা ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর নাই।" "উদ্বোধন"

স্বামী ভাস্করানন্দজী বারে বারে উল্লেখ করেছেন নেতাজীর মধ্যে অলৌকিক শক্তির আবির্ভাবের কথা। কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁর "জয়তুনেতাজী" পুস্তকে নেতাজীর মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি খেলা করছিল এবং তিনি যে একজন দিব্যপুরুষ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন বলে যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা যে নিছক আবেগ প্রবণতা বা অতিরঞ্জিত নয় এবং সম্পূর্ণ সত্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী ভাস্করানন্দ যিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী এবং নেতাজীর অতি ঘনিষ্ঠ তাঁর লেখনীর ছত্রে ছত্রে সে কথাই প্রকাশ করেছেন।

স্বামী ভাস্করানন্দজী নেতাজীকে একজন দক্ষ সমর নায়ক, মানবতাবাদী, দেশপ্রেমিক এবং যোগীপুরুষ রূপেই দেখেছেন, ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্যেও নেতাজী তাঁর সেবাধর্ম এবং আধ্যাত্মিক সাধনা বিরামহীনভাবে করে গেছেন। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে নেতাজী তাঁর সৈনিকদের সুখ-সুবিধার প্রতিছিলেন সদা জাগ্রত। আজাদী সৈন্যরাও ছিলেন নেতাজীর প্রতি একান্ত দায়বদ্ধ, তাঁরা নেতাজীকে প্রাণভরে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়েছিলেন, ভাস্করান্দজী লিখছেন, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের জন্য লোনানে (সিঙ্গাপুর) একটি হাসপাতাল ছিল। এই হাসপাতালের আহত ও রুগ্ন সৈন্যদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নেতাজী বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি হাসপাতালের রোগীদের জন্য একটি Concert Hall করিয়া দেন। সর্বসাধারণকে নিমন্ত্রক করিয়া দুইবার Concert এর আয়োজন করিতেন। ইহাতে গান, বাজনা ও নৃত্য গীতাদির আয়োজন বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিত। নেতাজীর জন্য গণ্যমান্য সকলেই উহাতে যোগদান করিতেন, যাহাতে অসুস্থ সৈন্যদের প্রাণে অবলা ও উৎসাহের সঞ্চার হইতে পারে তজ্জন্য তিনি নিজে এই সকল উৎসবে উপস্থিত থাকিতেন। এই উপলক্ষ্যে সৈন্যদের জন্য বিশেষ ভোজেরও ব্যবস্থা করা হইত। মাছ, মাংস ও পোলাও প্রভৃতি খাওয়ার হইত। নেতাজী স্বয়ং ঐ সব খাদ্যদ্রব্য বিশুদ্ধভাবে তৈয়ারী হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতেন। নেতাজীর উপস্থিতি তাঁহার অনুগ্রহও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান এবং খাদ্যসরবরাহের প্রাচুর্য সৈনগণকে নেতাজীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতাদানে আবদ্ধ করিয়াছিল।" "উদ্বোধন"

আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা মুখমণ্ডলে যে দীপ্তি থাকে তা মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। মানুষ মনে করে এই ব্যক্তিই আমাদের একান্ত আপন, দুর্লভ এবং পরিত্রাতা, যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁদের মুখমণ্ডল থেকে যে আভা বিকিরণ হয় তার প্রভাব তাঁর সংস্পর্শে আসা মানুষ গভীরভাবে প্রভাবিত করে। নেতাজীর মুখমণ্ডলে আধ্যাত্মিক আভা বিকিরণ তাঁর সান্নিধ্যে আসা ব্যক্তিদের বিমোহিত করে ফেলতো, তিনি ধর্মের সোপান বেয়েই ভারতের মুক্তি সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। ধ্যানাবিষ্ঠ হওয়া যেন তাঁর কাছে ছিল অতি মহাবস্তু তা কারাগারে হউক বা ভয়ংকর যুদ্ধের দামামার মাঝেই হোক।

ভাস্করানন্দ মহারাজ লিখছেন, "লোনানে অবস্থানকালে শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব নিমন্ত্রিত হইয়া নেতাজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বাটীতে আসিয়াছিলেন। সেইদিন ঠাকুরের ঘরে তিনি প্রায় ১ ঘণ্টা কাল ধ্যানাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন। পরে পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া আলাপ-আলোচনাদি করে। প্রায় ১ ঘণ্টাকাল এইরূপ অতিবাহিত হইয়ার পর তিনি ১ খানা "চণ্ডীর" জন্য বিশেষ উৎসুক প্রকাশ করায় আমার চণ্ডীখানি তাহাকে উপহার দেওয়ায় তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।"

—"উদ্বোধন"

গীতা চণ্ডী হাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সমরাঙ্গে গিয়েছিলেন, এই ধরণীর বুকে ভারতবর্ষ যে একখানা মাটির ঢেলা নয় ভারতবর্ষ যে চিন্ময়ী মাতৃরূপা সর্বত্র বিরাজীতা এটা নেতাজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ভারতমাতার জন্য সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হাসীমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর দরিদ্র সাধক যিনি স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর বুকে এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন এই বিশ্বাস সুভাষচন্দ্রের ছিল,তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ের মধ্যেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

ভাস্করানন্দ মহারাজ লিখছেন, " নেতাজী আমাদের মিশনের কাজের একজন বড় পৃঠপোষক ছিলেন, এখানকার মিশনের জন্য আবেদন জানাইলে তিনি মিশনের বাড়ীঘর তৈরী করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। বাড়ী নির্মাণের জন্য ৫০,০০০ ডলার সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি স্বয়ং আসিয়া Boys Home এর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন; কারণ যুদ্ধকালীন Black market ও Food Control এর দিনে তিনশ ছেলেমেয়ের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে একটা কঠিন সমস্যা হইয়াছিল। আমাদের স্কুলটিকে Indian National Schoolরূপে পরিণত করা হইয়াছিল। এই স্কুলে Military Training এর বন্দোবস্ত করা হয় বেং নেতাজী ছেলেদের Demonestration দেখিতে একদিন মিশনে আসেন। অন্য একদিন তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত Concert ও শ্রবণ করেন।

পঞ্চমবারে তিনি নিজেই আমাদের হলে একটি সভার ব্যবস্তা করিয়াছিলেন। জাপানীদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে লইয়া ঐ সভা আহূত হয়। মিশন সম্বন্ধেও অনেক কথা তিনি জাপানী বন্ধুদিগকে বলেন। "উদ্বোধন"

আমাদের চরম দুভার্গ্য স্বাধীন ভারত তাঁর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহান সন্তানকে ভুলে গেছে। আমাদের রানৈতিক দলগুলি, বুদ্ধিজীবিরা এবং ঐতিহাসিকদের নক্কারজনক ভূমিকা জাতিকে স্বদেশ বিমুখ করে এই ভারতবর্ষকে এক দুর্যোগের মুখে এনে ফেলেছে। নেতাজীকে নিয়ে যে পাপ আমরা করে চলেছি পৃথিবীর ইতিহাসে এমন চক্রান্ত ও পাপের দৃষ্টান্ত বিরল। ভয়ংকর রণক্ষেত্রে দাড়িয়েও নেতাজী উজার হস্তে এই সংকটতম মুহূর্তেও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কার্য্যে সাহায্য করেছেন। তিনি কত বড় মহান এবং উচ্চবোধ সম্পন্ন দেবপুরুষ ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী ভাস্করানন্দজীর অসাধারণ বিবরণ তা প্রমাণ করে, নেতাজীর এই অসাধারণ কাজ কি প্রচারের আলোতে আলোকিত হয়েছে? হয়নি। যদি হোত তাহলে ভারতবর্ষ আজকে নবজন্মলাভ করে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত হত।

—ঃঃ—

# Vedic Values for Making Lives Divinely

**—Prof. (Dr.) R. P. Banerjee**

The fundamental unity of the lives on earth has been focussed on by the sages of the ancient vedic civilization. The existence has set on with the supreme divine, having taken up the resolve to multiply in unit of lives. That is when the supreme divine had chosen to be in existence. It was the vast super-infinite span of the void which did not contain anything else. The supreme divine had chosen to take up a form and an identity. The form of divine taken up was that of god of all gods, Lord Shiva. Lord Shiva is known for his will to create the flow of time. He is the 'Mahakaal'- the transcendental and elemental origin- maintainer and the culminator of time. With the intent and directive wish of the 'Mahakaal', the time in its unitary form started ticking forward. Lord Shiva had the course of his creating the vibration in that great existence of just the absolute void. That absolute void stands at the urge for the human society to create the things and lives of choice. Lives started on with the vibration having caused by Lord Shiva. He took up the form of a human being as we understand now as human as a dominant species. Lord Shiva wanted to give the impetus, energy and input factors to lives, by initiating the 'kaal' or time to tick on. The cosmic dance of Lord Shiva was such that it were in the factors of the flow of lives. The cosmic dance created vibrations and rhythms to make lives. It was the human form in the worlds which had forwarded first.

The factors of inheritance of different living species as identified by one of the most famous geneologist in the world, Siddhartha Mukherjee runs as :

'A gene is the basic unit of hereditary information. It contains the information needed to build, maintain and repair organisms. Genes collaborates with other genes, with inputs from the environment, with triggers, and with random chance to produce the ultimate form and function of an organism.

The genetic code is universal. A gene from the blue whale can be inserted into a microscopic bacterium and it will be deciphered accurately and with nearly perfect fidelity. A corollary; there is nothing particularly special about human genes.

(Siddhartha Mukherjee, The Gene-An intimate History, Penguin Books, 2016, p. 480)

The human form required all respects of coexistence and the factors of togetherness in the world. These are human-centric. Sages had earned trust across the realizations that nothing is just that outside the realm of creation as such. Everything that has been in life, in the universe has the same origin for its existence. The common or the same origin is the supreme divine. As the supreme divine has gone forward to initiate the forces of creations, it has effectively worked into the factors of the lives which contribute towards the nurturing, growth and the understanding or the forces of the nature that treats every life from the common and similar perspective. This perspective of the individual lives have coined together to have the factors of lives in the hold of the system, that maintains the force of equality in the same manner under various situations that asserts its impact on those elements to make them suited to the factors of life and the whatabouts of it in the manner that is truly diversified in the ways of it. As such, the factors are those of the requirements for those lives to grow in their respective ways to make things happen in a way and the method that attempts to have access to the pool of resources that effectively makes the factors of growth in the manner and ways that makes things happen in the right manner throughout. Every entity thus finds its pathways of identifying the right cause for the matter to identify elements of growth in the way best suited to it.

In the human formation brain stands as the master of all human activities. Any interpretation by the system coordinated by the human brain seems to be the right inputs for the total actions- coordination and control of the system. The system thus focusses on any kind of intervention by the person. The intervention of interaction thus makes it happen in a way that involves the total ingredients that are involved in the scenario. Any intervention that works out from here is that it begets the fundamentals of the focus of interventions and transactions in the world. It is the transactions of a person through which the world comes to know about the person. Good or bad, the person reveals the core attributes in the way of its direct possibility of interventions in the context of the world. It is thus the activities in the world that makes its transactions talk about in the world. The attributes are different in terms of the uniqueness of each of the items of the transactions in the world. The pattern of response on a single input is different in different cases, even though it may appear to be unique. With the same origin at the fundamentals of the personality, the humans have common origins.

One of the most prominent scientific understandings of human brain as identified by neuroscientists, is made clear by Rita Carter, as :

'In normal brains incoming sensory stimuli follow well-worn, neutral paths from the sensory organs to specific brain destinations. As the stimulus passes through the brain, it is split into several different streams which are processed into parallel by different brain modules, Some of these modules are in the cerebral cortex, others are in the limbic system. Every brain constructs the world in a slightly different way from any other, because every brain is different. The sight of an external object will vary from person to person because no two people have precisely the same number of motion cells, magneto-sensitive cells or straight line cells. An individual view is formed both by their genes and by how their brain has been modelled by experience.

(Rita Carter, Mapping the Mind, Phoenix Paperbacks, 2010, p. 175-8)

The impacts to the human brain comes in the form of the live inputs that are caught in the paradigm of the actions of transactions in the physical context of the world. It is as such the conditions that whenever a transaction occurs in the flow of activities in a life and gets determined by the logical sequence of things, that are true to the conditions of life in the manner that works out to be true to the condition of the person. As such the effects of the conditions and situations around are such that it impacts lives of people in all situations whatsoever.

The Vedic sages had correctly identified the role of the inner context in overcoming any kind of imposition that could arise from outside. The effect, can always be coordinated or controlled by consciousness of the person. The inner consciousness would make things happen in such a way that would be beneficial to the person on one hand and be effective in its approach to maintain the factors of life in all situations and

contexts. Inner consciousness works in the pattern and mode of material objects in the usual scenario. However if that scenario is not satisfactory to the person, she or he would take into account the factors of life that addresses the inner power of the person. Getting deep into the facts of the inner power, the mind of the individual plays very important role. In the journey of human life, mind usually works and acts as scattered in nature. The scattered mind needs to be consolidated in order to have the impact of consciousness understood in the context of life. As such the mind should be under control of the urge of a person to have goodness, embrace all other factors and thus governing the mind.

Factors of the mind can be coordinated and governed to assert the power of the inner consciousness. As such the sages will do a thorough analysis of human mind.

Mind : Human mind was understood by the vedic sages as being categorised into three broad categories. These are :

A) The Divinely Mind - Niruddha or Transcendental Mind.
B) The Humanly Mind - Neutral or Nispriha and Ekagrata or Concentrated Mind.
C) The Animal Mind - Mudha (Dull), Kshipta (Restless), Vikshipta (Turbulent) Mind.

A. The Divinely in human personality is attained through certain consistent efforts or practices. These efforts or practices as advocated by the Vedic sages are to be the basis of the test they did on them around fifteen to twenty thousand years ago. The practices made by them over a long duration were not only important but also have long term impacts over the human mind, through the perspectives of the societies formed across certain types of living habits and the formations. The social clusters formed across such basic ideas of the living process and the details of lives are pivotal in the understanding of the process and being par with the same. People cluster in the formations of a society through certain methods and processes. These methods and processes are developed effectively over a period of time.

These units of societies do represent collective position of this societies as such. To take an example of how a society could be proving to be the realistic representation of all or most members of society, let us look into certain aspects of the fundamental elements of the Vedic society.

Example of the Vedic society: The Vedic society was created during the period of Vedic civilization. It came up as a process having collective thoughts which having received the phenomenal point of getting into a deep search in the way the human persons used to hand hold the situations and actually allowing it the most of free space based on the factors of truth and the aspects that are actually connected with it. So the fundamental pillars of the society was to have the basics in life based on :

1. Satyam (or, Truth absolute)
2. Ritam (Truth in Action)
3. Aatma Prakasham (Self Unfoldment)
4. Samannayam (Synthesis among all)
5. Shivarnabam (Dedication to the gods)

Satyam : This is truth in principle. Truth that has its origin in the eternity needs a proper revelation. Truth, is best understood on the basis of its transcendental dimension. The transcendental truth is something that is embodied in the personality of the gods or the divinely objects. The divinely objects and gods alike are known as having profiles which have basic attributes of all types of goodness of character and that of the behaviour. Some of these attributes of goodness would radiate the ideas of the inclusiveness, tolerance, sympathy, compassion, cooperation, delights and similar aspects of the goodness of characters in a personality. Goodness in the real sense of the term does not have any effects of rudeness, corrosive, ugly, disturbing or harmful to anyone else. Truth in eternity is beyond the limits and boundaries of the time, space and the system. It is thus the basic point of having chosen and maintain a pattern of life that remains in a particular context the way a commoner is observed or assumed to remain. Life that is lived on the divine truth along with faith and devotion leads to the realisation of the Divine.

—::—

# সত্যের পথ

## প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

**SATYER PATH** **REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027**
**1st September 2025** **Regn. No. WBBEN/2006/18733**
**Bhadra–1432**
**Vol. 23. No. 5** **Price : Rs. 5/-**

# দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

**অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—**

রবিবার : ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
**Website** দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.